হজ্ব ও ওমরাহ গাইড

(সংশোধিত সংস্করণ, এপ্রিল/২০১৯ইং)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

➢ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং দরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম(রা:) এবং দ্বীনের উত্তম অনুসারীদের উপর।

➢ হজ্ব ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য যা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। এতে শৈথিল্য বা কার্পণ্য করার কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র হজ্ব ফরজ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে জ্ঞানসম্পন্ন বালেগ, সুস্থ সবল ও স্বাধীন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের যাবতীয় সাংসারিক খরচের পরিমাণ এমন হতে হবে যে হজ্ব পালন শেষে বাড়ি গমন পর্য্যন্ত পরিবারবর্গ স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে। এর সাথে যাতায়াত নিরাপদ থাকা, হজ্বের প্রয়োজনীয় সম্বল থাকা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী বা ধার্মিক মাহরাম লোক সাথে থাকার নিশ্চয়তা। কারো নিকট নগদ অর্থ নেই বটে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, ঘর-বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, আসবাবপত্র, ব্যবসার সামগ্রী ইত্যাদি রয়েছে এবং তা বিক্রি করলে হজ্বের খরচ ও হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত পরিবার-পরিজনের যাবতীয় সাংসারিক খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে তার উপর হজ্ব ফরজ (রদ্দুল মুহতার: ৩/৪৬০-৪৬১,হিন্দিয়া: ১/২১৭-২১৮,আহসানুল ফাতা:৪/৫৪২,মুআল্লিমুল হুজ্জাজ:৮১)। যে বছর হজ্ব ফরজ হবে সে বছরই হজ্ব করা ওয়াজিব, শরয়ই ওজর ব্যতীত বিলম্ব করা জায়িয নেই। হজ্বের খরচ হালাল মালের দ্বারা সংগ্রহ করা কর্তব্য। কেননা, হারাম মালের দ্বারা কোন ইবাদত আল্লাহতা'য়ালার দরবারে কবুল হয় না।

➢ মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত হ'লো প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ বা জমিজমা যা দিয়ে তার নিজের এবং একজন মাহরামের হজ্বে যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন সম্ভব হয়। কোনো মহিলার যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু সাথে যাওয়ার মতো কোনো মাহরাম নেই, তাহলে তার উপর হজ্ব ফরয নয়। কারো মাহরাম হজ্বে যাচ্ছে সেও তার সাথে গেলে, এক্ষেত্রে সে তার মাহরামকে কোনো খরচ না দিলেও তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। মাহরাম হ'লো- যাদের সাথে কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়, যেমন-পিতা, পুত্র, আপন ও সৎ ভাই, দাদা-নানা, আপন চাচা ও মামা, ছেলে বা মেয়ের ঘরের নাতি এবং তাদের ছেলে, আপন জামাতা, শ্বশুর, দুধ ভাই ও ছেলে ইত্যাদি। তবে, বর্তমান ফেতনা ফাসাদের জামানায় একা একা দুধ ভাই কিংবা শ্বশুরের সাথে এবং জামাতার সাথে যুবতী শাশুড়ির না যাওয়া উত্তম।

➢ আল্লাহতা'আলার প্রতি বান্দার ইশক-মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের সর্বশেষ স্তর হ'লো হজ্ব। কালিমা-ওয়ালা বিশ্বাস, ফাযাইলওয়ালা আগ্রহ, মাসাইলওয়ালা পন্থা-পদ্ধতি, ইখলাসওয়ালা নিয়ত, রসূল(সঃ)এর দাওয়াত ওয়ালা জজবা, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কুরবানীওয়ালা মোহাব্বত, ইসমাইল(আঃ) এর ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ জজবা নিয়ে যিনি হজ্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ তার হজ্বে মাবরুর নসীব হবে। হজ্বে মাবরুর বদলা জান্নাত ভিন্ন আর কিছুই নয় (সুবহানাল্লাহ)। আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্বের সর্বপ্রকার নিয়মনীতি ও শর্তসমূহ পালনপূর্বক যে হজ্ব করা হয় তাকে 'হজ্বে মাবরুর' বলে।

➢ রাসূল(সঃ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির হজ্ব কবুল হয়েছে, তার প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন আর কিছুই নয়।' অপর এক বর্ণনায় রাসূল(সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্ব আদায় করল, সে তার কৃত গুনাহ হতে এরূপ পবিত্র হয়ে গেল যেমন মায়ের গর্ভ থেকে মাসুম অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় রাসূল(সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্ব করল, ৪০০ পরিবারের লোকের জন্য তার সুপারিশ কবুল হবে অথবা তার বংশের ৪০০ লোকের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল হবে। এরূপ বহু হাদিস রয়েছে, তবে একজন মুসলমানের অন্তর প্রশান্তির জন্য প্রিয় নবী(সঃ) এর পবিত্র বাণীসমুহের একটি বাণীই যথেষ্ট। যদি কেউ থেকেই থাকে, আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্বের মত মহা পবিত্র ইবাদত অবহেলায় উপেক্ষা করে, তার মত হতভাগা এ ধরাধামে আর কেউ নেই। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূল(সঃ) ইরশাদ করেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে যে হজ্ব আদায় করল না, সে যেন ইহুদী হয়ে মরে, সে যেন নাসারা হয়ে মরে।'

➢ নিয়তের উপরই সমস্ত ইবাদত নির্ভরশীল। ইবাদত কবুলের শর্ত হচ্ছে- বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে ও রাসূল(সঃ) এর উপস্থাপিত পদ্ধতিতে ইবাদত-বন্দেগী সম্পন্ন করা। তাই একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব পালনের নিয়ত করা। খালেছ তওবা করে বিগত দিনের সমস্ত গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মাফ চেয়ে নেওয়া, ভবিষ্যতে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে রুজু থাকা-এটি সমস্ত কল্যাণের চাবি। অন্তরকে গায়রুল্লাহ থেকে মুক্ত করে সুন্নতের উপর যথাসাধ্য আমল করার চেষ্টা করা।

➢ হজ্ব সঠিকভাবে আদায় করতে পারলে একজন মুসলমান আল্লাহতা'য়ালার অলি হয়ে যায়। হজ্ব সাধারণত: একবারই পালন করা হয়। সুন্দরভাবে হজ্ব আদায়ের জন্য মাসআলার জ্ঞান থাকা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সহীহ নিয়তে নির্ভুল হজ্জ করার জন্য হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য নিয়ম-কানুনগুলো একটু সতর্কতার সাথে পালন করা কর্তব্য। ফরয বাদ গেলে হজ্জ আদায় হবে না, এজন্য দম দিলেও ক্ষতিপূরণ হবে না। আর যে সব কাজ করলে দম তথা জরিমানারূপে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব, তা সযত্নে পরিহার করা কর্তব্য। কিন্তু হজ্জের মাসাইলের আলোচনা তেমন একটা হয় না। ফলে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক জানাশোনা মানুষও বিভ্রান্তির শিকার হয়, অনেকেই হজ্জের ফযিলত থেকে মাহরুম হয়ে থাকেন এবং অনেক সময় নিজের অজান্তেই তা ফাসিদ হয়ে যায়। সে কারণে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জে থাকাকালীন হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

➢ হজ্জের সফরের জন্য সৎ সঙ্গী তথা দ্বীনদার-পরহেজগার আলেম কিংবা নেককার ও দ্বীনদার-পরহেজগার অভিজ্ঞ ব্যক্তি তালাশ করা কর্তব্য, যদি পাওয়া যায়, তবে অতি উত্তম। এতে তাকওয়া পরহেজগারির সীমানায় থেকে হজ্জের পবিত্র সফর সম্পন্ন করা সহজ হয়, ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে-থাকা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। হজ্জে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ সমগ্র পৃথিবী থেকে এসে একত্রিত হয়। ফলে হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাই হজ্জের সফরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতাদর্শের/মাজহাবের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি জেনে ইবাদত বন্দেগী ও নামায আদায় করবে, এ পবিত্র স্থানে অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়ানো উচিৎ নয়। কোন বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হলে সেটি নিজ নিজ সহীহ মতাদর্শের কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে জেনে সমাধান করে নিবে। সারা বিশ্বের নানা বর্ণের আল্লাহর প্রেমিকরা এখানে আসেন, আমার-আপনার আচার-ব্যবহারে কেউ যেন কস্ট না পায়, আর কেউ কস্ট দিলে সবর করবে এবং মাফ করে দিবে। সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য, আল্লাহ যেন কোনো কাজে অসন্তুষ্ট না হন। নতুবা হজ্জসহ সব ইবাদত ভেস্তে যাবে।

➢ হজ্জ পালনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হ'ল ধৈর্যের পরীক্ষা। কেননা হজ্জের সফর কষ্টের সফর। সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পদে পদে, স্থানে স্থানে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। ইহরাম বাঁধার পর ঢাকা-জেদ্দা হয়ে পবিত্র মক্কায় পৌঁছাতে প্রায় ১২-১৬ ঘন্টা সময় লাগে। পথিমধ্যে ওযু-গোসল, ইস্তিনজা, নামায আদায় ইত্যাদিতে অবশ্যই কিছু অসুবিধা হয়। তখন ধৈর্য্য-সহ্য ছাড়া কিছুই করার থাকে না। হজ্জ পালনের সময় অনেক হাঁটতে হয়, যেমন- তওয়াফ-সায়ীতে, আরাফাত হ'তে মুযদালিফা, মুযদালিফা হতে মিনা, মিনা হতে জামারাত ও বায়তুল্লাহ শরীফ। তাই হাঁটার অভ্যাস না থাকলে হজ্জের জন্য রওনা হওয়ার আগে থেকেই হাঁটার অভ্যাস করবে। বাসে চলাচলের সময় গাইড/মুয়াল্লিমের অনুমতি ছাড়া পথিমধ্যে বাস থেকে নেমে কোথাও যাবে না। নিরাপত্তার কারণে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে সিসি টিভি ক্যামেরা বসানো আছে। তাই কোন কিছু পড়ে থাকতে দেখলে সেটা গ্রহণ কিংবা হাত দিবে না। নিলে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। মক্কা/মদিনায় ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন কিতাবাদি, সিডি ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। হানাফি অনুসারীদের জন্য ঐগুলো নেওয়া উচিৎ নয়।

➢ জরুরী সফর সামগ্রী -

(১) পুরুষের জন্য ইহরামের কাপড়- কমপক্ষে ৩ খণ্ড(লুঙ্গী হিসেবে ২টি ও চাদর হিসেবে ০১টি যা আড়াই হাত বহরের ও লম্বায় ৬ হাত) এবং কোমরের বেল্ট ০১টি, (২)লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী (২টি করে), (৩) গামছা/তোয়ালে-১টি ছোট ও ১টি বড়, গেঞ্জি-২/৩টি, রুমাল-২টি, টুপি-২টি, (৪) মুযদালিফায় রাত্রিযাপনের জন্য মাটিতে বিছানোর পলিথিন, বিছানা চাদর ও পাম্প বালিশ -১টি করে (ফেরত আনার শর্তে বালিশ ও চাদর মিনার তাঁবু থেকেও নেওয়া যেতে পারে), (৫) নরম ও টেকসই শক্ত ফিতেওয়ালা প্লাস্টিকের স্যান্ডেল/স্পঞ্জ -২ জোড়া, বায়তুল্লাহ শরীফসহ সকল স্থানে স্যান্ডেল/জুতা প্যাকেটে ভরে সাথে রাখার চেষ্টা করবে, অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারে, (৬) টুথ ব্রাশ, টুথপেস্ট (গন্ধহীন), মিসওয়াক, দাঁতের খেলান, প্রয়োজনীয় টয়লেট পেপার, (৭) প্রেসক্রিপশনসহ অন্তত ৪৫ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা থাকলে তার ঔষধ। প্রত্যক হজ্জযাত্রী তথা- বয়স্ক, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট ও ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য জটিল রোগীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রস্তুতি নেয়া এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সাধারণ ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সাথে রাখা কর্তব্য। (৮) স্যাভলন ক্রীম, ভেসলিন (গন্ধহীন)-১টি করে, (৯) সাদা কাগজ/খাতা ও কলম, মার্কার পেন, সুঁই-সুতা, মাস্ক, (১০) গোসল, কাপড় ধোঁয়া ও থালা-বাটি পরিষ্কারের জন্য সাবান ও হুইল পাউডার, (১১) ছোট কাইচি, রেজার, ব্লেড, আয়না, চিরুনি ও নেল কাটার, (১২) প্লেট, বাটি, দস্তরখানা ও ফল কাটার ছুরি, (১৩) প্লাস্টিকের রশি-৩০/৪০হাত, লাগেজ বাঁধার জন্য বড় স্কচ টেপ-২টি, (১৪) তসবিহ (তওয়াফ ও সায়ীর জন্য ১টি ৭ দানারসহ), (১৫) প্রখর রোদের জন্য ফোল্ডিং ছাতা, রিডিং গ্লাস ও সান গ্লাস, (১৬) দু'আ কালামের কিতাব/বই, (১৭) মোবাইল ফোন (মক্কা/মদিনায় হজ্জ প্যাকেজে সিম পাওয়া যায়, সম্ভব হ'লে মোবাইল অপারেটর Mobily-এর সিম কিনবে। এজন্য সাথে ফটো, পাসপোর্ট এবং ভিসার ফটোকপি রাখবে), (১৮) মিনা-আরাফাত-

মুযদালিফার জন্য সাইড ব্যাগ ও ব্যাক প্যাক –১টি, (১৯) প্রয়োজন অনুযায়ী সৌদি রিয়াল, (২০) ব্যাগ ও ট্রলি (যা সরকারীভাবে সরবরাহ করা হয়), (২১) মিনা–আরাফাত–মুযদালিফার জন্য ফোল্ডিং হাত পাখা, (২২) চাকুরীজীবী হ'লে কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র, যার কপি বিমান বন্দরে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে জমা দিতে হবে।(২৩) শীতের মৌসুম হলে প্রয়োজনীয় শীতের কাপড়। এছাড়া আরো কিছু প্রয়োজনীয় মনে হলে গাইডের সাথে আলোচনা করে তা নিবে। ঢাকাস্থ হজ্ব ক্যাম্পে অবস্থানকালে মালপত্রের প্রতি খেয়াল রাখবে, অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারে।

⇨ **মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত সফর সামগ্রী** – (১) ইহরাম বাঁধা ও ৪৫দিন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ঢিলেঢালা সালোয়ার কামিজ, ওড়না, (২) বোরকা/বড় হিজাব–২/৩ সেট, (৩) সব সময় চলাচলের জন্য চামড়ার স্যান্ডেল/কেডস, (৪) ছোট সাইড ব্যাগ–১টি, (৫) রাতে ঘুমানোর কাপড়–২/৩ সেট, (৬) প্রেসক্রিপশনসহ অন্তত ৪৫দিনের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি।

☞ ছোট হাত ব্যাগে শুধু খুবই প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন–২/১টি ওষুধ রাখা যাবে যা প্রতিবার খাওয়ার আগে/পরে খেতে হয়। ছুরি, কাঁইচি, রেজর, ব্লেড, নেল কাটার, ১০০মি.লি.এর বেশি তরল পদার্থ, তৈল, গ্যাস জাতীয় বস্তু, রশি, সূতা, ক্রিম, জ্যাম/জেলি, ব্যাটারি, টর্চ ইত্যাদিসহ বাকি সব কিছু বড় লাগেজের মধ্যে দিবে, এগুলো বিমানের ভেতরে নেওয়া নিষেধ।

☞ ব্যাগ/লাগেজ গোছানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবে, সেগুলোর ওজন, বিমান অনুমোদিত ওজনের চেয়ে যেন বেশী না হয়। বাংলাদেশ বিমানের ফিরতি হজ্ব ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাসের যাত্রীগণঃ ২টি ব্যাগে সর্ব্বোচ্চ ৫৬ কেজি মালামাল, যার ১টি ব্যাগে সর্ব্বোচ্চ ২৮ কেজি এবং হাত ব্যাগে ৭ কেজি মালামাল বিনামূল্যে বহন করা যায়। আর ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীগণঃ ২টি ব্যাগে সর্ব্বোচ্চ ৪৬ কেজি মালামাল, যার ১টি ব্যাগে সর্ব্বোচ্চ ২৩ কেজি এবং হাত ব্যাগে ৭ কেজি মালামাল বিনামূল্যে বহন করা যায়। ফিরতি ফ্লাইটের ব্যাগেজ মুয়াল্লিমের সাথে পরামর্শ করে ব্যাগেজের সাইজ, ওজন এবং বিমান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বুকিং করবে। ব্যাগেজের উপর ইংরেজিতে পাসপোর্ট ও মোবাইল নং, যাত্রীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ করবে।

⇨ **ওমরা ও হজ্বের দু'আ পাঠ** –

কিতাবাদিতে ওমরা ও হজ্বের সফর এবং এর প্রতিটি বিধান পালনের সময় পাঠের জন্য বিশেষ বিশেষ দু'আর উল্লেখ আছে, আরবি জানা থাকলে সেগুলো পড়বে, জানা না থাকলে একজন বিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে শিখে নিবে। সম্ভব না হলে নিয়ত ও দু'আ কবুলের স্থানসমুহে আরবি দু'আর বাংলা অর্থ দিয়ে কিংবা মনের আবেগ ও প্রয়োজন মোতাবেক নিজের ভাষায় দু'আ করবে।

➢ **হজ্বের সফর ও পরিবার–পরিজন থেকে বিদায় -**

হজ্বের সফর একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিৎ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরাহ পরিপূর্ণ পালন কর। হজ্বে যাবার কথা ফলাও করে প্রচার করার মতো নয়। লোক দেখানোমূলক সন্দেহযুক্ত সর্বপ্রকার রসম–রেওয়াজ ও রীতি পরিহার করা উচিৎ। সন্তর্পণে যাবে এবং আসবে। নিজ গৃহ হতে বিদায় নেওয়ার সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে যাবতীয় হিসাব–নিকাশ মিটিয়ে যাবে। কারো হক জিম্মায় থাকলে তা পুরা করবে, সম্ভব না হলে মাফ চেয়ে নিবে। ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবে, সম্ভব না হলে সময় চেয়ে নিবে। কারো মনে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকলে তার নিকট থেকে মাফ ও ক্ষমা চেয়ে নিবে। পরিবার–পরিজন, আত্মীয়–স্বজন, প্রতিবেশী ও অধীনস্থদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে। সকল প্রকার আত্মগর্ব, বংশ গৌরব, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষমতা, অর্থ সম্পদ ইত্যাদির অহংকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে একমাত্র আল্লাহরই উপর তাওয়াককুল করবে। দু'রাকাআত নফল নামায আদায়ান্তে আয়াতুল কুরসি, সুরা কুরাইশ, দরুদ ও ইস্তেগফার পড়ে পরিবার–পরিজন থেকে বিদায় নেয়ার দু'আ, ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ, যানবাহন ও বিমানে উঠার দু'আ পড়ে যাত্রা করবে।

⇨ **বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে এ দু'আ পাঠ করবে** – أُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَي اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرُبِالْعِبَادِ – (উফাব্বিযু আমরই ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছীরুল ইবাদ)**অর্থ**– আমার সমস্ত কাজ, জান–মাল আল্লাহ্ তা'য়ালারই প্রতি সোপর্দ করলাম। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালাই তাঁহার বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

অতঃপর দু'রাকআত নফল নামায আদায়ান্তে আয়াতুল কুরসি, সুরা কুরাইশ, দরূদ ও ইস্তেগফার পড়ে এ দু'আ করবে, অর্থ– হে আল্লাহ! সফরে যাওয়ার সময় যত দু'আ তোমার প্রিয় হাবীব (সঃ) করেছেন বা উম্মতকে করতে বলেছেন এবং তোমার প্রিয় বান্দারা করেছেন, মেহেরবানী করে ঐ সকল দু'আও আমার জন্য কবুল করে নেও, আমীন।

⇨ **পরিবার–পরিজন থেকে বিদায় নেয়ার সময় পড়বে**– أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

(আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিক)**অর্থ**– আমি তোমাদের দ্বীন ও ঈমান এবং যাবতীয় আমলের পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।

➩ ঘর থেকে বের হয়ে এ দু'আ পড়বে –

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ – (বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ) **অর্থ**–আল্লাহর নামে তাঁরই উপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

যানবাহনে بِسْمِ اللهِ (বিছমিল্লাহ্) বলে ডান পা দিয়ে উঠবে এবং সীটে বসে اَلْحَمْدُ لِلهِ (আলহামদুলিল্লাহ) বলে **এ দু'আ পড়বে**–

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

– (সুবহানাল্লাযি সাখখারলানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্করিনীন,ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্কলিবুন) **অর্থ**– অতি পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এ বাহনকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ তাঁর কুদরত ছাড়া এসব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভু আল্লাহর নিকট ফিরে যাবো।

এরপর ৩বার اَلْحَمْدُ لِلهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ও ৩বার اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) বলে এ দু'আ পড়বে– سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ –(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বলামতু নাফসী ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আংতা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষমতা আর কারো নেই।

অতঃপর এ দু'আ পড়বে –

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَاهَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَا وَمِنَ الْعَمْلِ مَا تَرْضَا.اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَاهَذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَ الْاَرْضِ. اللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي سَّفَرِ وَالْخَلِفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ – (আল্লাহুম্মা ইন্না নাছআলুকা ফী ছাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াততাকওয়া ওয়া মিনাল আ'মলি মা তারযা। আল্লাহুমা হাববিন আ'লাইনা ছাফারনা হাযা ওয়াতবি আ'ন্না বু'দাল আরদি। আল্লাহুমা আংতাস সহিবু ফিছ ছাফারি ওয়াল খলিফাতু ফিল আহলি ওয়াল মাল)। অর্থ– হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে তোমার কাছে সততা ও পরহেজগারি প্রার্থনা করি এবং এমন আমল প্রার্থনা করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। হে আল্লাহ! এ সফরটি আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং পথের দূরত্বকে অনায়াসসাধ্য করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমার সফরের সাথী এবং তুমি আমার ঘর-বাড়ি, অর্থ সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের হেফাজতকারী।

➩ পথে যাত্রা বিরতি করলে পড়বে – أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ –(আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক্ব) অর্থ–সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমুহের ওসীলায় আশ্রয় চাই।

➩ বিমান হতে জেদ্দা বিমান বন্দর নজরে আসলে পড়বে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَمَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا –(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রা হাযিহিল ক্বরইয়াতি ওয়া খয়রা মা ফীহা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররহা ওয়া শাররমা ফীহা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ শহরের ও এর অভ্যন্তরীণ সকল জিনিসের মঙ্গল কামনা করছি এবং এর অভ্যন্তরীণ সকল অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

➩ বিমান থেকে নেমে পড়বে –

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا – (রব্বি আদখিলনী মুদখলা সিদক্বিউঁ ওয়া আখরিজ্বনী মুখরজা সিদক্বিওঁ ওয়াজ্বআ'লনী মিল্লাদুংকা ছুলতনান নাসীর) **অর্থ**– হে আমাদের প্রতিপালক! যেখানে শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যে স্থান হতে বের হয়ে আসা শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখান থেকে বের করে আন এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।

➩ মক্কা শহর দৃষ্টিগোচর হলে পড়বে (৩ বার) – اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَ –(আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফীহা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এখানে বরকত দান কর।

➩ মক্কা শহরে প্রবেশকালে পড়বে – اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا – (আল্লাহুম্মা রঝুকনা জ্বানাহা ওয়া হাব্বিবনা ইলা-আহলিহা ওয়া হাব্বিব ছলিহী আহলিহা ইলাইনা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ বসতির লাভসমুহ দান কর, এর অধিবাসীদের প্রিয় কর এবং তাদের সৎ লোকদের ভালবাসা আমাদেরকে দান কর।

➢ **পবিত্র কাবা শরীফের আদব -**

মক্কা নগরীতে পবিত্র কাবা শরিফ অবস্থিত। কাবাকে বায়তুল্লাহ শরিফ (আল্লাহর ঘর) বলা হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের আরশের নিচেই এর অবস্থান। এ পবিত্র স্থানকে স্বয়ং আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কাবার চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্ধারিত এলাকাকে হারাম বলা হয়। মক্কা ও মদিনায় হারামের সম্মান বজায় রাখা জরুরী (ওয়াজিব)।

বিনা অজুতে মসজিদে হারামের সীমানায় প্রবেশ করবে না। ভক্তি আদবসহ সুন্নত মোতাবেক প্রবেশ করবে এবং সুন্নত মোতাবেক বের হবে। যতক্ষণ থাকবে ইতেকাফের নিয়তে থাকবে, এখানে একঘন্টা ইতেকাফ অন্য মসজিদে একলক্ষ ঘন্টা ইতেকাফ করার সমতুল্য। কু-দৃষ্টির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। এখানে অনেক সুন্দরী মহিলারাও তওয়াফের জন্য আসে, শরীর কাপড়ে ঢাকা থাকলেও তওয়াফের কারণে অনেকের চেহারা খোলা থাকে (যদিও চেহারা খোলা রাখা উচিৎ নয়)। হঠাৎ নজরে পড়ে গেলে দৃষ্টি সংযত করা কর্তব্য। এমন অবস্থানে মুমিনদের আল্লাহ দৃষ্টি সংযত করতে বলেছেন। হযরত থানভী (রহঃ) এর বর্ণনায়, "কু-দৃষ্টি থেকে একবার চক্ষু হেফাজত করা, দশ হাজার রাকা'আত তাহাজ্জুদ অপেক্ষা উত্তম"।

মসজিদুল হারামে এক রাকা'আত নামায একলক্ষ রাকা'আতের সমপরিমাণ নেকী লাভ হয়। মসজিদুল হারাম ঐ মসজিদ যে মসজিদটি গোলাকৃতি হয়ে বুকের মাঝে কাবাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদুল হারাম ও মদিনায় মসজিদে নববীতে নফলের চেয়ে বিগত দিনের কাজা নামায আদায়ে ফজিলত বেশী। তবে বায়তুল্লাহ শরীফে থাকা অবস্থায় বেশী বেশী তওয়াফ করার চেষ্টা করবে। এক হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ৫০বার তওয়াফ করে নেয়, সে গোনাহ থেকে এমন পাক হয়ে যায়, যেন আজই ভূমিষ্ঠ হয়েছে (তিরমিযী)। মসজিদে হারামে ইতেকাফের নিয়তে বসা, কাবা শরীফের দিকে ভক্তি ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও বড় ইবাদত। এতে আল্লাহর অশেষ রহমতের অধিকারী হওয়া যায়। প্রতিদিন কাবা ঘরের উপর ১২০টি আল্লাহর খাছ রহমত বর্ষিত হয়, তন্মধ্যে ৬০টি তাওয়াফকারীর উপর, ৪০টি নফল নামায আদায়কারীর উপর এবং ২০টি যে কাবা ঘরের দিকে তাকায় তার উপর।

➢ **মহিলাদের নামায আদায়–**

মহিলাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর নামাযের জন্য বায়তুল্লাহর জামাআতে যাওয়া বৈধ নয়। বিভিন্ন হাদিসে মহিলাদের জন্য নির্জন-স্থানে/অন্দর মহলে নামায আদায় করা অধিক পুণ্য ও ফজিলতের বিষয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহিলারা মক্কায় বায়তুল্লাহ বা মদিনায় মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের জন্য না গিয়ে নিজ নিজ হোটেল রুমে একাকী নামায আদায় করবে তাহলে তারা উক্ত অবস্থায় ঐ মসজিদদ্বয়ের সাওয়াব থেকে বেশী সাওয়াব পাবে। তারা মদিনায় মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট সময়ে রওজায়ে আতহার জিয়ারতের জন্য আর মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে শুধু তওয়াফের জন্য যাবে, পুরুষদের থেকে এড়িয়ে মাতাফের কিনারা দিয়ে কিংবা ছাদে তওয়াফ করবে। এ সময়ে নামাযের আজান হয়ে গেলে কেহ জামাআ'তে শরীক হলে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। জরুরতের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য জামাআ'তে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তবে, প্রচণ্ড ভিড় ইত্যাদির কারণে তাদের পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে একত্রে জামাআ'তে শরীক হওয়া বৈধ নয়। (বুখারী শরীফ-১:১২০, মুসলিম শরীফ-১:১৮৩, তিরমিজী শরীফ ১:১২০, মিশকাত শরীফ ১:৯৬, আবু দাউদ শরীফ ১:৮৪, মুসনদে আহমাদ,ষষ্ঠ খন্ড পৃঃ ২৯৭,৩০১ হাঃ নং ২৬৫৯৮,২৬৯২৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৩:৩৫, ২৮৩,৪:৫৬৭, আযীযুল ফাতাওয়া-১:২১৩, ফাতাওয়া রাহীমিয়া-১:২৩১, দুররে মুখতার ১:৮৩, ই'লাউস সুনান ৪/২৩১)।

➢ **নামাযীর সন্মুখ দিয়ে যাতায়াত –**

নবীজী (সঃ) ইরশাদ করেন-"নামাযীর সন্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা যে কত বড় গুনাহ, তা যদি অতিক্রমকারী জানত, তাহলে সে ৪০ বৎসর, অপর বর্ণনায় ১০০ বৎসর অপেক্ষা করতে হলেও নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকত; তথাপিও নামাযীর সন্মুখ দিয়ে অতিক্রম করত না (তিরমিযী-১/৭৯)। তওয়াফকালে নামাযীর সন্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা যায় বটে, তবে ভিড়ের কারণে সেজদার স্থানে পা দেওয়া কিংবা নামাযীকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। সামনে জায়গা খালি রেখে পেছনে কাতার বানাবে না, প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করবে।

➢ **মক্কা শরীফে দু'আ কবুলের স্থান -**

(১)থানায়ে কাবায় প্রথম যখন নজর পড়ে, (২)মাতাফে কাবা বা কাবা তওয়াফের স্থান, (৩)মুলতাজামে কাবা অর্থাৎ কাবার দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দেয়াল সংলগ্ন স্থান, (৪)মীজাবে রহমত অর্থাৎ কাবার ছাদের পানি নামার পাইপের নিচে, (৫)কাবা ঘরের ভেতর, (৬)হাতিমের ভেতর। কা'বা ঘরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল ঘেরা স্থানকে হাতিম বলে, এটাও কাবা ঘরের অংশ। সম্ভব হ'লে এখানে ২/৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় ও দূ'আ করবে, (৭)জমজম কূপের কাছে, (৮)মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে, (৯)সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে, (১০)সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে যে স্থানে দৌড় দেওয়া হয় অর্থাৎ সবুজ বাতি নির্দেশিত স্থানে, (১১)রোকনে ইয়ামেনী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে, (১২)আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনার ময়দানে, (১৩)জামারাত বা কঙ্কর মারার স্থানে।

হজ্জ ও ওমরার সফর পুরাটাই দূ'আ কবুল হওয়ার সফর। হজ্জ ও ওমরা গমনকারী আল্লাহতা'লার বিশেষ মেহমান। তিনি দূ'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন, গুনাহ মাফ চাইলে আল্লাহ্ তা মাফ করে

দেন (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)। তাই এ অতিমূল্যবান সময়ে সদাসর্বদা জিকির, নফল ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকবে, অবহেলা করা উচিত নয়, এ মুহূর্তগুলো হয়তো জীবনে আর আসবে না। একাগ্রচিত্তে নিজের জন্য, জীবিত/মৃত পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দেশ ও সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করবে।

➢ **ওমরাহ ও হজ্জ –**

হজ্জ ০৩ প্রকার, যথা- হজ্জে ক্বিরান, হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ।

(১) হজ্জে ক্বিরান – মীকাত থেকে একসঙ্গে ওমরাহ ও হজ্জের ইহরাম বেঁধে ঐ একই ইহরামে পর্যায়ক্রমে ওমরাহ ও হজ্জ পালন করাকে হজ্জে ক্বিরান বলে। ক্বিরান সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ, যারা শেষের দিকে যায় তাদের জন্য এ হজ্জ করা উত্তম ও সহজ। এ হজ্জে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম একসাথে বাঁধা হয় এবং একইসাথে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম খোলা হয়।

(২) হজ্জে তামাত্তু – তামাত্তু হজের জন্য দু'বার ইহরাম বাঁধতে হয়। প্রথমবার মীকাত থেকে শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে ওমরা পালন করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়া, অতঃপর ৮ জিলহজ্জ পর্য্যন্ত ইহরাম ব্যতীত অবস্থান করা। দ্বিতীয়বার ৮ জিলহজ্জ মিনা যাওয়ার পূর্বে মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। ইহা সহজ ও আসান। মহিলাদের জন্যেও তামাত্তু হজ্জই উত্তম। বাংলাদেশের অধিকাংশ হাজী হজ্জে তামাত্তু পালন করে থাকেন।

(৩) হজ্জে ইফরাদ – ইফরাদ হজ্জের ফযিলত ক্বিরান ও তামাত্তুর তুলনায় কম। হজ্জে ইফরাদ অর্থ শুধু হজ্জ করা। মীকাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে একটি তওয়াফ করা(তওয়াফে কুদুম যা সুন্নত)। এরপর হজ্জের কার্যক্রম শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। ইফরাদকারী ওমরা করতে চাইলে হজ্জের কার্যাদি শেষ করার পরে করতে পারবে।

⇨ **বদলী হজ্জ –**

যদি কারো ওপর সুস্থ অবস্থায় হজ্জ ফরয হয়, এরপর সে অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন শরীয়ত সম্মত ওজরের কারণে হজ্জ পালনে অপারগ হয়ে যায় তাহলে তার জন্যে হজ্জ করা ওয়াজিব। নিজে আদায়ে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো বা হজ্জের অসিয়ত করা তার জন্যে ওয়াজিব। যিনি পূর্বে নিজের ফরজ হজ্জ আদায় করেছেন এবং হজ্জের আহকাম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন-ফরজ হজ্জের বদলী এমন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো উত্তম, তিনি আত্মীয় হোন বা না হোন। প্রেরণকারী হজ্জের খরচের অর্থ বহন করবে এবং হজ্জে গমনকারী ব্যক্তিকে প্রদানকৃত অর্থ খরচের জন্য অনুমতি দিয়ে দিবে। হজ্জ পালনকারী প্রেরণকারীর পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধবে। হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির জন্যে হজ্জে ইফরাদের নিয়ত করা উত্তম। তবে প্রেরণকারী হজ্জে তামাত্তু কিংবা কিরানের অনুমতি দিলে এবং কুরবানির ব্যবস্থা হলে তাও করতে পারবে (জাওয়াহিরুল ফিকহ পৃঃ৫০৮-৫১৬,ইমদাদুল আহকম,খঃ-২ পৃঃ১৮৬)।

ওমরাহ পালনের ধারাবাহিক কার্যাবলী -

ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করে কা'বা ঘর তওয়াফ করা এবং সায়ী করার পর মাথার চুল ছাঁটা বা মাথা মুন্ডানোর নাম ওমরাহ। হজ্জে ক্বিরান ও তামাত্তুর নিয়ত কারীগণ মক্কায় পৌঁছে প্রথমে ওমরার তওয়াফ করবে ও পরে সায়ী করবে। ক্বিরানকারী এরপর তওয়াফে কুদূম করার পর সায়ী করে (সায়ী করা উত্তম) ইহরাম অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ ইহরাম না খুলে হজ্জের অপেক্ষায় থাকবে। তওয়াফে কুদূমের পর সায়ী না করলে তওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করতে হবে। তামাত্তুকারীর জন্য এক তওয়াফ ও এক সায়ী করতে হয়। এ তওয়াফে তামাত্তুকারীর ওমরাহ ও তওয়াফে কুদুম উভয়ই আদায় হয়ে যায়। আর ইফরাদকারী মক্কায় পৌঁছে তওয়াফে কুদুম (সায়ীসহ) করবে যা সুন্নত, এরপর ইহরাম না খুলে হজ্জের অপেক্ষায় থাকবে।

➢ **ওমরার ১ম কাজ ইহরাম বাঁধা (ফরয) –**

(১) **ইহরামের ফরয** – ওমরাহ কিংবা হজ্জের নিয়ত করা ও তালবিয়া পাঠ করা।

(২) **ইহরামের ওয়াজিব** – মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা ও ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। মীক্বাতের বাইরের হাজীদের ইহরাম বাঁধা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়িয নয়। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মীকাত ইয়ালামলাম যা অতিক্রম করেই জেদ্দায় যেতে হয়।

⇨ **ইহরামের কাপড় –**

পুরুষের জন্য লুঙ্গী হিসেবে যা আড়াই হাত বহরের ও লম্বায় সাড়ে ৫ বা ৬ হাত একটু মোটা সুতি কাপড়ের, অপর ০১টি গায়ের চাদর হিসেবে যা লম্বায় কমপক্ষে ৬ হাত। ইহরামের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম। নতুন এ কাপড় কিনে বাসা বাড়িতে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিবে, যাতে করে কাপড়ে মাড় না থাকে এবং ব্যবহার করতে আরাম হয়। পরিহিত কাপড় কোন কারণে নাপাক হলে তা পরিবর্তন করা জায়েজ। পুরুষের জন্য পায়ের পাতার উপরের অংশ খোলা থাকে এমন স্যান্ডেল, আর মহিলাদের জুতা-মোজা পরার অবকাশ আছে।

⇨ মহিলাদের জন্য ইহরামের কাপড় –

মহিলাদের ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক নেই। মহিলারা সেলাইযুক্ত ঐ সমস্ত ঢিলেঢালা কাপড় পরিধান করবে, যেগুলো তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে থাকে (যা উজ্জ্বল রঙের নয়), তবে শাড়ি পরে তওয়াফ ও সায়ী করা অনেক অসুবিধা ও কষ্টকর। পরপুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মহিলারা এমন পোশাক কিংবা অলংকার পরিধান করবে না। অনেকে মনে করে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখতে হয়-এটা মারাত্মক ভুল। চেহারা খোলা রাখলে নিজেরও গুনাহ হয় এবং পর পুরুষদেরকেও গুনাহ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম, আবার ইহরাম অবস্থায় চেহারার সাথে কোনো কাপড়ের স্পর্শও নিষেধ-এর অর্থ এ নয় যে বেগানা পুরুষের সামনেও নারী তার চেহারা খোলা রাখবে। এ ক্ষেত্রে ওলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে নারীগণ বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করবে। তাই বায়তুল মুকাররম, মক্কা-মদিনায় মহিলাদের জন্য এক ধরণের ক্যাপ(হাজী ক্যাপ)পাওয়া যায় সেটা পরে তার উপর দিয়ে নেকাব পরবে কিংবা চেহারার সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে এর উপর ওড়না/কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। অতিরিক্ত পর্দার জন্য হাত পাখা বা এ ধরণের কোন কিছু রাখবে এবং পর পুরুষের সামনে পড়লেই তা দিয়ে মুখ আড়াল করবে (ফাতাওয়া দারুল উলূম-৬:৫২৯,আহসানুল ফাতাওয়া-৪:৫৩৫)। পবিত্র হজ্জ যেমন একটি মহান ফরয ইবাদত, তেমনি পর্দাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। সুতরাং মহিলারা সর্বাবস্থায় পর্দা ও শালীনতার বিষয়ে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করবে।

➢ ইহরাম বাঁধার নিয়ম –

তামাত্তুকারীর জন্য প্রথমে শুধু ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হয়। ক্বিরানকারী একসাথে হজ্জ ও ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে, আর ইফরাদকারী শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে। যারা প্রথমে মক্কা শরীফে যাওয়ার নিয়ত করবে তারা প্রথমে প্রয়োজনীয় পাক-সাফ হয়ে যেমন- চুল, গোঁফ, নখ কর্তন, বগল ও নাভির নীচের চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করে মীকাতের পূর্বেই অর্থাৎ বাড়ী বা হাজী ক্যাম্প বা ঢাকা বিমান বন্দরে গোসল করে (সম্ভব না হলে উযু করে) ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবে। সুগন্ধির দাগ বা রং কাপড়ে না লাগে পুরুষেরা এরূপ সুগন্ধি/আতর খালি শরীরে লাগাবে, তবে ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি/আতর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যারা মদিনা শরীফ হয়ে মক্কা শরীফে যাওয়ার নিয়ত করবে তারা মদিনা হতে মক্কা যাওয়ার পথে যুলহুলাইফা (বর্তমান নাম বীরে আলী) নামক স্থান থেকে এ নিয়মে ইহরাম বাঁধবে। নিজের অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে।

ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে পুরুষেরা টুপি পরে দু'রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করবে। নামাযের ১ম রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে সুরা কাফিরুন ও ২য় রাকআতে সুরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস পড়বে, জানা না থাকলে যে সুরা জানা আছে তা পড়বে। নামাযের সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে মুখ করে বসা অবস্থায় টুপি খুলে নিয়ত করবে। অতঃপর উচ্চ আওয়াজে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া ১ বার পাঠ করা ওয়াজিব, ৩ বার সুন্নত। মাকরূহ ওয়াক্ত হ'লে নামায পড়বে না, শুধু নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করবে। মনে রাখবে, প্রয়োজনীয় পাক-সাফ হয়ে ইহরামের পোশাক পরিধান করার পর ওমরাহ কিংবা হজ্জের নিয়ত করে ৩বার তালবিয়া পাঠ করলেই ইহরাম বাঁধা সম্পন্ন হয়ে যায়। ইহরাম বাঁধার পর বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করবে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ একান্তভাবে মেনে চলতে হয়।

⇨ ইহরাম বাঁধার নিয়ত –

(১) তামাত্তুকারীর জন্য- হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য ওমরা পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্যে তা সহজ করে
দাও এবং কবুল করে নেও।

(২) ক্বিরানকারীর জন্য- হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের নিয়ত করছি, আমার জন্য এটা সহজ
করে দাও এবং কবুল করে নেও।

(৩) ইফরাদকারীর জন্য- হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র হজ্জ পালনের নিয়ত করছি, আমার জন্য এটা সহজ করে
দাও এবং কবুল করে নেও।

⇨ মহিলাদের জন্য ইহরাম বাঁধা -

মহিলারাও উপরে বর্ণিত নিয়মে প্রয়োজনীয় পাক-সাফ হয়ে ইহরামের নিয়তে পোশাক পরিধান করে দু'রাকাআত ইহরামের নামায আদায় করবে। নামাযের সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে মুখ করে বসা অবস্থায় নিয়ত করে নিম্নস্বরে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করবে। মহিলারা হায়েয-নিফাস অবস্থায়

ইহরাম বাঁধতে পারবে, এ অবস্থায় পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য তারা গোসল করবে। গোসলের পর ভালভাবে চুল আঁচড়িয়ে নিবে। অতঃপর কিবলামূখী হয়ে বসে ইহরামের নিয়ত করবে এবং নিম্নস্বরে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করবে। মক্কা শরীফে পৌঁছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে না, তালবিয়া ও জিকির-আযকারে মনোনিবেশ করবে। হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য মসজিদে হারামসহ যে কোন মসজিদে প্রবেশ করা, নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত, তওয়াফ ও সায়ী করা নিষেধ, তবে মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় গমন, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, তাছবীহ-তাহলীল, দূ'আ, দরুদ পাঠ ইত্যাদি আমল করতে পারবে। এ অবস্থায় তারা নামাযের সময় ওজু করে কেবলামূখী হয়ে বসে নামায আদায়ের সমপরিমাণ সময় তালবিয়া পাঠ, আল্লাহর জিকির, দু'আ-দরুদ ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। (ফাতাঃ রহীমিয়া ১:১৯৬,আহসানুল ফাতাওয়া ২:৭১)

➢ **তালবিয়া –** لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ،لاَ شَرِيْكَ لَكَ (লাব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক, লাব্বাঈকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাঈক, ইন্নাল হামদা ওয়াঁন নি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা-শারিকা লাক) **অর্থ**- আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমস্ত বিশ্ব তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই।

তালবিয়া আরবিতে পাঠ করবে। তালবিয়ার ৪টি বাক্য ৪ শ্বাসে পড়া মোস্তাহাব। তালবিয়া ইনফিরাদী আমল। তালবিয়া পাঠের সুন্নত তরিকা হল প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা পাঠ করবে, অন্য কারো সাথে তাল মিলিয়ে বা একসাথে কন্ঠ মিলিয়ে পাঠ করবে না। পুরুষেরা উচ্চ আওয়াজে আর মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবে(সুন্নত), অন্তরে পড়লে আদায় হবে না। তালবীয়া যখনই পড়বে একসাথে তিনবার পড়বে। উঁচুতে উঠতে, নিচুতে নামতে, কোন কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ হলে, নামাযের আগে-পরে, সকাল-সন্ধ্যা, ঘুম হতে জেগে, আরোহণের সময়, নামার সময়, উঠতে-বসতে, ঢুকতে, বের হতে প্রভৃতি সময়ে তালবিয়া পাঠ করা বিশেষভাবে মোস্তাহাব। তবে, নামাযের আগে-পরে এবং নামাযী কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকলে নিচু স্বরে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। নামাযের সময়, তওয়াফের সময়, সাফা-মারওয়া সায়ী করার সময়, কঙ্কর নিক্ষেপের সময়, ইস্তিনজার সময় তালবিয়া পাঠ করবে না।

⇨ ইহরাম বাঁধার পর তালবিয়া ও দরুদ পাঠান্তে এ দূ'আ পড়বে –

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ.اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْنِيْ مِنَ النَّارِ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা গুফরনাকা ওয়া রিযওয়ানাকা আল্লাহুম্মা আ'তিকনী মিনান্নার) **অর্থ**- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান কর।

★ অনেক সময় বিমানের শিডিউল ঠিক থাকে না। তাই বাসা থেকে ইহরামের পোশাক পরিধান করার পর ইহরাম না বেঁধে বিমান বন্দরে পৌঁছে বিমানের শিডিউল নিশ্চিত হয়ে ইহরাম বাঁধা উত্তম। মনে রাখবে, ইহরামের পোশাক পরিধান করলেই ইহরাম বাঁধা হয় না। প্রয়োজনীয় পাক-সাফ হয়ে ইহরামের পোশাক পরিধান করার পর ওমরাহ কিংবা হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করার নামই ইহরাম। এজন্য বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুমের নামাযের ঘরে গিয়ে নিষিদ্ধ ওয়াক্ত না হ'লে উপরে বর্ণিত নিয়মে দু'রাকাআত নামাযান্তে কিবলার দিকে মুখ করে বসা অবস্থায় নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করবে। ইহরাম বাঁধার পর কোনো কারণে মক্কায় যেতে না পারলে কারো মাধ্যমে মক্কায় হারামের সীমানার মধ্যে হজ্জে তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জের জন্য ১টি বকরী বা দুম্বা, আর ক্বিরান হজ্জের জন্য ২টি বকরী বা দুম্বা জবাই করতে হবে। বকরী বা দুম্বা জবাই হওয়ার পর ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। জবাইয়ের পর চুল মুন্ডানো উত্তম। অতঃপর কোনো বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ মোতাবেক পরবর্তীতে ওমরা ও হজ্জের ক্বাযা আদায় করবে।

⇨ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ –

(১)যে কোন রকমের গুনাহ করা, (২)স্ত্রী সহবাস কিংবা এতদসংক্রান্ত কোন কথা বলা কিংবা আলোচনা করা, (৩)আতর সুগন্ধি ব্যবহার, সুগন্ধি তৈল ব্যবহার বা সুগন্ধযুক্ত খাদ্য বা পানীয় ব্যবহার, এমনকি সুগন্ধি পান খাওয়াও নিষেধ, (৪)শরীরের গঠনে তৈরি সেলাই করা কাপড় পরিধান করা বা পা ঢাকে এমন সেলাই করা জুতা পরিধান করা (পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতো পরা নিষেধ)। তবে স্যান্ডেল পরতে পারবে এবং মহিলারা সেলাইযুক্ত কাপড় ও মোজা পরতে পারবে, (৫)কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা বা গালি গালাজ করা, (৬)পুরুষের জন্য মাথা ও মুখ ঢাকা, তবে মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম, আবার ইহরাম অবস্থায় চেহারার সাথে কোনো কাপড়ের স্পর্শও নিষেধ। তাই মহিলাদের জন্য এক ধরণের ক্যাপ পাওয়া যায় সেটা পরে তার উপর দিয়ে নেকাব পরবে কিংবা চেহারার সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে এর উপর ওড়না বা কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। (৭)নখ, চুল বা কোন পশম কাঁটা বা ছিঁড়া, (৮)বন্য পশু শিকার করা, দৌড়ানো বা শিকারিকে দেখানো, কিংবা বন্য জন্তু জবেহ করা, পাক

করা বা খাওয়া, (৯)উকুন মারা, (১০)মেয়েদের জন্য হাতে মেহেদী লাগানো। এসবই নিষিদ্ধ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা আবৃত করে নামায পড়াও নিষিদ্ধ।

⇨ ইহরাম অবস্থায় জায়িয কাজ –

(১)গোসল করা(গামছা/সেলাইবিহীন কাপড় পরে গোসল করা নিষিদ্ধ নয়),(২)কাপড় ধোঁয়া, (৩)কাপড় বদলানো,(৪)ঘড়ি ব্যবহার করা,(৫)মহিলাদের জন্য অলংকার ব্যবহার করা,(৬)লুঙ্গির উপরাংশ বেঁধে রাখা,(৭)কোমরে টাকার ব্যাগ-থলে বাঁধা,(৮)কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো,(৯)শীতের সময় কম্বল, লেপ ব্যবহার করা, তবে মাথা ও মুখ খোলা রাখা জরুরী,(১০)ভুলবশত: মাথা ঢাকা ও নখ কাটলে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত এর কোন একটি করলে দম দিতে হবে। ব্যাগ, ঝুড়ি ইত্যাদি জিনিস ইহরাম অবস্থায় মাথায় বহন করা যায়(মানাসিক ৩০৮, গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৫)।

➢ **ওমরার ২য় কাজ কাবা শরীফের তওয়াফ** (ফরয) -

মক্কা শরীফ পৌঁছার পর সকল মাল-সামানা, কাগজপত্র, টাকা-পয়সা, রিয়াল ইত্যাদি যত্ন সহকারে হেফাজত করবে। ক্লান্তি, ক্ষুধা বা অন্য কোন জরুরত থাকলে তা সেরে নিবে। সর্বদা পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, মক্কা-মদিনার হোটেল/বাসার ফোন নম্বরসহ ঠিকানা, গাইড ও মুয়াল্লিম এবং সাথীদের ফোন নম্বর অবশ্যই সাথে রাখবে। কেই হারিয়ে গেলে গাইড/মুয়াল্লিম, সাথী কিংবা বাংলাদেশ হজ্ব মিশনে যোগাযোগ করবে। মক্কা শরীফ প্রবেশের সাথে সাথে পবিত্র অবস্থায় তওয়াফের জন্য মসজিদে হারামে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব। বিনয় ও নম্রতার সাথে তালবিয়া ও মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করত: মহান আল্লাহর শুকর ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে। মসজিদে ঢুকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় না করে কাবা শরীফ তওয়াফ করা কর্তব্য। ফরয নামাযের জামা'আত শুরুর সময় হ'লে কিংবা জামা'আত চললে তাতে শামিল হবে, নামাযান্তে তওয়াফ করবে।

⇨ যখন কাবা ঘরের দিকে নজর পড়বে – اللهُ أَكْبَرُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ –(আল্লাহু আকবার ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাহ) ০৩ বার পাঠ করে কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই কান্না বিজড়িত কন্ঠে প্রাণ খুলে দু'আ করবে এবং দরূদ পড়বে। এটা দু'আ কবুলের একটি মুহূর্ত।

⇨ কা'বা শরীফ দেখামাত্র এ দু'আ পড়বে-

اَعُوْذُبِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَخْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ –(আঊযু বিরব্বিল বাইতি মিনাদ্দায়নি ওয়াল ফাখরি ওয়া মিন দ্বিইক্বিস সাদরি ওয়া আযাবিল কবরী) **অর্থ**- আমি কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পানাহ চাচ্ছি ঋণ ও অহংকার থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আজাব থেকে।

অতঃপর পড়বে - اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً - (আল্লাহুম্মা ঝিদ বাইতাকা হাযা তাশরিফান ওয়া তা'জিমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান) **অর্থ**- হে আল্লাহ! তোমার এ গৃহের ইজ্জত, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আরও বাড়িয়ে দাও।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলে করীম (সঃ) হাত তুলে তাকবীর উচ্চারণ করে বলেন –

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ اوَاعْتَمَرَتَكْرِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًاوَّبِرًّا (আল্লাহুম্মা ঝিদ হাযাল বাইতা তাশরিফান ওয়া তা'জিমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান ওয়া ঝিদ মান হাজ্জাহু ওয়া তা'মার তাকরিমান ওয়া তাশরিফান ওয়া তা'জিম্মাও ওয়া বিররহ)**অর্থ**-হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এ ঘরে এসে হজ্ব কিংবা ওমরাহ করে তারও ইজ্জত, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বাড়িয়ে দাও।

⇨ মসজিদে হারামে প্রবেশের দু'আ –

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - (বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক) **অর্থ**- আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর ওপর, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলি মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলি খুলে দাও।

⇨ কা'বা শরীফে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়ে প্রবেশ করে পড়বে –

اللَّهُمَّ هَذَا اَمَنُكَ وَحَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ وَعَظْمِيْ وَبَشَرِىْ عَلَى اَلنَّارِ –(আল্লাহুম্মা হাযা আমনুকা ওয়া হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনান ফাহাররিম লাহমী ওয়া দামী ওয়া আযমী ওয়া বাশারী আলান্নার) **অর্থ**- হে আল্লাহ! এটি তোমার সুরক্ষিত ও পবিত্র স্থান। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সে-ই তোমার আইনে নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার গোশত, রক্ত, অস্থি ও চর্মকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।

⇨ তওয়াফের ফরজ কাজ ০৩টি, যথা- (১)নিয়ত করা, (২)তওয়াফ বায়তুল্লাহর বাহিরে (হাতিমের বাহিরে) মসজিদে হারামের ভিতরে করা, (৩)নিজের তওয়াফ নিজে করা, যদিও উজরবশতঃ কোন কিছুর উপর আরোহণ করে তওয়াফ করা যায়।

⇨ **তওয়াফের ওয়াজিব কাজ ০৮টি, যথা**– (১)পবিত্র অবস্থায় তওয়াফ করা এবং উজুর সহিত হওয়া (২)সতর আবৃত হওয়া (৩)ওজর না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা (৪)তওয়াফে হাজারে আসওয়াদ হতে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের ডান দিকে চলা (৫)হাজারে আসওয়াদ হতে তওয়াফ শুরু করা (৬)হাতিমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করা (৭)একসাথে পূর্ণ ০৭ চক্কর সম্পন্ন করা (৮)তওয়াফের পর দু'রাকআত নামায পড়া।

⇨ **তওয়াফের সুন্নত কাজ ১০টি, যথা**–(১)হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা, (২)ইজতিবা করা (৩)পুরুষের জন্য ১ম ০৩ চক্করে রমল করা এবং অবশিষ্ট চক্করে রমল না করা অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে হাঁটা, অন্যথায় পরবর্তী তওয়াফে যিয়ারত বা বিদায়ী তওয়াফে ইজতিবা ও রমল করতে হবে এবং পরে সায়ী করতে হবে, (৪)হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উপরে উঠানো, (৫)তওয়াফ শুরুর প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা, (৬)সাত চক্কর পর পর একসাথে হওয়া (মাঝে দীর্ঘ সময় বিরতি না দেওয়া)।

⇨ **তওয়াফের মোস্তাহাব কাজ, যথা**– (১)কথা–বার্তা না বলা, (২)এদিক সেদিক না তাকানো, (৩)মনোযোগ সহকারে অনুচ্চস্বরে দু'আ পড়া, (৪)হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনের সময় তিনবার চুম্বন করা, (৫)যথা সম্ভব কাউকে কষ্ট না দিয়ে কা'বা ঘরের নিকট দিয়ে তওয়াফ করা, (৬)মেয়েদের জন্য ভিড় থেকে দূরে থেকে রাত্রে তওয়াফ করা। (৭)কোন কারণে কয়েক চক্করের পর তওয়াফ বন্ধ করলে (চক্কর ৩ বা তার কম হলে) পুনরায় ১ম থেকে শুরু করা, (৮)রোকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে চুম্বন করা।

⇨ **তওয়াফের মাকরূহ কাজ, যথা**– (১)অপ্রয়োজনীয় কথা–বার্তা বলা, (২)জামা'আত আরম্ভ হবে বা থুৎবা হচ্ছে এমন সময় তওয়াফ করা, (৩)পেশাব–পায়খানার বেগ নিয়ে তওয়াফ করা, (৪)তওয়াফ শেষে দু'রাকআত ওয়াজিব নামায না পড়ে আরেক তওয়াফ আরম্ভ করা, তবে মাকরূহ সময় হলে নামায পিছানো উচিত। আসরের পর তওয়াফ করলে তওয়াফের নামায মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর সুন্নতের আগে পড়বে।

➢ তওয়াফের নিয়ত ও নিয়ম -

পাক–পবিত্র অবস্থায় কাবা শরীফের চারদিকে ঘুরাকে তওয়াফ বলে। প্রতি তওয়াফে মোট ৭টি চক্কর দিতে হয়, যাকে শওত বলে। তওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে, হজ্জে তামাত্তুকারীগণ ইহরাম বাঁধার পূর্বে আর তালবিয়া পাঠ করবে না। নিয়ত ব্যতীত তওয়াফ শুদ্ধ হয় না। নিয়ত অন্তরে করা ফরজ, মুখে বলা মোস্তাহাব।

ওমরার তওয়াফের নিয়ত– হে আল্লাহ!আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার ঘর সাত চক্করের মাধ্যমে ওমরার তওয়াফ করার নিয়ত করছি। তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নেও।

➢ তওয়াফের নিয়ম -

তওয়াফের প্রারম্ভে কাবা শরীফের যথাসম্ভব নিকটে গিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়াবে। বুঝতে সুবিধার জন্য বর্তমানে ডানদিকে সবুজবাতি দেওয়া আছে, সবুজবাতি বরাবর স্থান দেখে বাতিকে পেছনে রেখে হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে তওয়াফের নিয়ত করবে। নিয়ত করার পর ডানদিকে এ পরিমাণ অগ্রসর হওয়া যেন হাজরে আসওয়াদ একেবারে সামনে থাকে। প্রথমে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠিয়ে বলবে–
بِسْمِ اللَّهَ اللَّهَ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهِ الْحَمْدُ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হামদ, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ) **অথবা** শুধু –
بِسْمِ اللَّهَ اللَّهَ أَكْبَرُ، وَاللَّهَ الْحَمْدُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হামদ)পড়ে হাত ছাড়বে এবং সরাসরি চুম্বনের জন্য হাজরে আসওয়াদের কাছে যাবে। উল্লেখ্য, শুধু তওয়াফের শুরুতেই তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কর্ণ পর্য্যন্ত উঠাবে এবং পরবর্তী চক্করগুলোতে আর হাত উঠাবে না।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে সামনে গিয়ে সিজদার ন্যায় দু'হাত রেখে দু'হাতের মধ্যখানে পাথরের উপর আস্তে করে নিঃশব্দে চুম্বন করবে। সম্ভব হলে এরূপে তিনবার চুম্বন করবে(মোস্তাহাব)। বর্তমানে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সরাসরি চুম্বন করা সাধারণত: সম্ভব হয় না। তাই হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে কিংবা দূর থেকে দু'হাতের তালু বুক বরাবর উঠিয়ে بِسْمِ اللَّهَ اللَّهَ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর)বলে পাথরের উপর হাত রাখার মতো করে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করে উভয় হাতের তালুতে নিঃশব্দে চুম্বন করে(আবু দাউদ ১৬০০, বুখারী ১৫০৬–৭) হাজরে আসওয়াদকে বাম দিকে রেখে ডানদিক থেকে চক্কর শুরু করবে। প্রতি চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে তার দিকে ফিরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে সরাসরি বা ইশারায় চুম্বন করে পরবর্তী চক্কর শুরু

করবে। এভাবে ০৭ চক্কর দিয়ে পরিশেষে হাজারে আসওয়াদ সরাসরি বা ইশারায় চুম্বনের মাধ্যমে তওয়াফ শেষ করবে। প্রত্যেক তওয়াফের শুরুতে ১বার এবং সবশেষে ১ বার মোট ৮ বার প্রতি তওয়াফে হাজরে আসওয়াদকে উপরোক্ত নিয়মে সরাসরি কিংবা ইশারায় চুম্বন করবে। প্রতি চক্কর উল্লিখিত নিয়মে চুম্বন পূর্বক হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু হবে এবং হাজরে আসওয়াদে এসেই শেষ হবে। ৭ চক্কর ঠিক রাখার জন্য হাতে ৭ দানার তাসবীহ বা গণনাযন্ত্র কিংবা ছোট রশি রাখবে প্রত্যেক তওয়াফ শেষে হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে রশিতে ১টি করে গিট দিবে।

ওমরার তওয়াফের সম্পূর্ণ চক্করে ইজতিবা ও প্রথম ৩চক্করে রমল করা সুন্নত। তবে প্রচণ্ড ভিড়ের সময় রমল করার দ্বারা অন্যের কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে রমল বন্ধ করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে(১ম ৩চক্করের মধ্যে সুযোগ হলে রমল করবে)। মহিলাদের জন্য তওয়াফে ইজতিবা ও রমল নেই।

ইজতিবা- তওয়াফের সময় পুরুষের জন্য চাদরের একপ্রান্ত ডান বগলের নিচে দিয়ে উঠিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখাকে ইজতিবা বলে(এ সময় ডান কাঁধ খোলা থাকবে)। **রমল**- বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে একটু দ্রুত গতিতে চলাকে রমল বলে। ইহরামের কাপড় পরিধানে থাকলে যে কোন তওয়াফের সম্পূর্ণ চক্করে ইজতিবা ও ১ম ৩ চক্করে রমল করা সুন্নত।

তওয়াফরত অবস্থায় কাবার দিকে দৃষ্টি দিবে না এবং বুক ও পীঠ কাবার দিকে ফিরাবে না। এ সময় দৃষ্টি সিজদার দিকে অর্থাৎ চলার স্থানে থাকবে। কোনো কারণে কাবার দিকে সিনা ফিরে গেলে সিনা ফিরানো অবস্থায় যতটুকু স্থান তওয়াফ করা হয়েছে ততটুকু স্থান পুনরায় সহীহভাবে তওয়াফ করতে হবে(রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪)। তবে হাজরে আসওয়াদ বা সেদিকে হাত, লাঠি ইত্যাদি উঠিয়ে চুম্বনের সময় কাবার দিকে দৃষ্টি পড়া দোষণীয় নয়(আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৪৭, মু'আল্লিমুল হজ্জাজ-১৩০)।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা তাওয়াফকালে ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দিবে না। মনে রাখবে, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নত, অথচ ভিড়ে হুড়াহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি বা ধস্তাধস্তি করে অন্যকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম, বরং গুরুতর গুণাহের কাজ।

ফরয তওয়াফ নিজেই করতে হয় (ফরয), অন্যের মাধ্যমে করা যাবে না। অসুস্থ হলে হুইল চেয়ারে করবে। তাওয়াফকারী অচেতন অর্থাৎ হুঁশ না থাকলে চেয়ার ঠেলার জন্য সাহায্যকারী নিজেও তওয়াফের নিয়ত করবে এবং অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তওয়াফের নিয়ত করবে।

তওয়াফকালে ফরয নামায শুরু হলে চক্কর বন্ধ করে নামাযে শামিল হবে এবং নামাযান্তে যেস্থান থেকে চক্কর বন্ধ করা হয়েছিলো সেখান থেকে শুরু করে অবশিষ্ট চক্কর পূর্ণ করবে। অনুরূপভাবে তওয়াফকালে উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু করে ঐ স্থান থেকে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে চক্কর ৩ এর কম হলে পুনরায় ১ম থেকে শুরু করা উত্তম(মোস্তাহাব)।

➢ **মহিলাদের তওয়াফ করতে** পুরুষদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা কর্তব্য। পুরুষদের সাথে মহিলাদের ঠেলাঠেলি কিংবা ধাক্কাধাক্কি করা নাজায়েজ বরং গুরুতর গুনাহের কাজ। তাই মহিলারা পর্দার সঙ্গে পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে এবং যতদূর সম্ভব তারা মাতাফের কিনারা দিয়ে কিংবা হারামের ছাদে তাওয়াফ করবে।

⇨ তওয়াফকালে কোন মহিলার হায়েয শুরু হলে সাথে সাথে তওয়াফ বন্ধ করে মসজিদে হারাম শরীফের বাইরে চলে যাওয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে চক্কর ৩ এর কম হলে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর নতুন করে তওয়াফ করবে, আর ৪ বা তার অধিক চক্কর হয়ে থাকলে তওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তাই বাকী চক্করগুলো পুরা করা উত্তম, জরুরী নয় (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩)।

⇨ তওয়াফকালে হাজরে আসওয়াদ থেকে রোকনে ইয়ামানী (পবিত্র কাবার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ) পর্যন্ত পড়বে - لآإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইয়িং ক্বদীর) **অর্থ**- আল্লাহ ছাড়া ইবাদতেরযোগ্য কোন মা'মুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। **ফায়দা**- যে ব্যক্তি সকালে উক্ত দু'আ পড়বে, একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে, ১০টি নেকী পাবে, ১০টি গোনাহ মাফ হবে এবং আখেরতে ১০টি দরজা বুলন্দ হবে। বিকালে পড়লে তদ্রূপই ফল পাবে(মিশকাত)।

⇨ তওয়াফকালে রোকনে শামী ছেড়ে রোকনে ইয়ামানীতে পৌঁছলে সম্ভব হলে, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, **অর্থ**-আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে দু'হাতে অথবা ডান হাতে রোকনটিকে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে(সম্ভব না হলে করবে না, কেননা স্পর্শ করে হাতে চুমু দেয়া জরুরী নয়)। এ সময় কাবার দিকে ফিরবে না।

⇨ রোকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ(পবিত্র কাবার দক্ষিণ পূর্ব কোণ) পর্যন্ত পড়বে (এখানে দু'আ কবুল হয়)- رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (রব্বনা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতই হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আ'যাবান্নার) **অর্থ**- হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি

আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

➢ **মাকামে ইব্রাহীমে ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায আদায় -**

আসওয়াদকে সরাসরি কিংবা ইশারায় চুম্বনের মাধ্যমে তওয়াফের ০৭ চক্কর শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে এসে কাবার দরজা ও মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে কিংবা ভিড়ের কারণে উক্তস্থানে সুযোগ না হলে, হাতিম বা মাতাফ কিংবা হারামের যেখানে সহজ হয়, সেখানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায আদায় করবে। পুরুষেরা নামায আরম্ভ করার পূর্বে কাঁধ আবৃত করবে। যে কোন তওয়াফের পরই এ নামায আদায় করা ওয়াজিব। নামাযে সুরা ফাতিহার পরে ১ম রাকাতে সুরা কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে, জানা না থাকলে যে সুরা জানা আছে তা পড়বে। নামায শেষে দু'আ করবে। এখানে দু'আ কবুল হয়। তবে নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত হলে তখন তওয়াফের নামায পড়বে না। এক্ষেত্রে তওয়াফের নামায না পড়ে একসাথে একাধিক তওয়াফ করা যায়। মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হলে সকল তওয়াফের জন্য দুই দুই রাকাত করে নামায পড়বে। আসরের পর তওয়াফ করলে এ নামায মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর সুন্নতের আগে পড়বে, তওয়াফের নামায আদায়ান্তে মাগরিবের সুন্নাত পড়বে ।

মাকামে ইব্রাহীমের জন্য ১টি দূ'আ –

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَا نِيَتِىْ فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاعْطِنِىْ سُؤَلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى اَعْلَمَ اَنَّهُ لاَ يُصِبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضَاءً مِّنْكَ بِمَا قَسَّمْتَ لِىْ اَنْتَ وَلِىِّ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّالْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ - (আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু ছিররী ওয়া আলানিয়াতী ফাক্বিল মা'জিরাতি ওয়া তা'লামু হাজাতী ফা আ'তিনই ছুআলী ওয়া তা'লামু মা ফী নফছই ফাগফিরলী যুনূবী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকা ঈমানাই ইউবাশিরু কল্বী ওয়া ইয়াকীনান্ ছদিকান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা ইয়ুছীবুনী ইল্লা মা কাতাবতালী ওয়া রিদায়াম মিন্কা বিমা কছ্‌ামতা লী। আনতা ওয়ালিয়্যী ফিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল আখিরতি তাওয়াফ্ফানী মুছলিমাওঁ ওয়ালহিকনী বিছ ছলিহীন) **অর্থ**– হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানো। সুতরাং আমার অনুশোচনার প্রতি সদয় হও। তুমি আমার প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সুতরাং আমার আবেদন কবুল কর। তুমি আমার অন্তরের কথা জানো। সুতরাং আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। হে প্রভু আমি তোমার কাছে এমন ঈমান চাই, যা আমার অন্তরে ঠাঁই পাবে, যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। আমার জন্য যা তুমি নির্ধারিত কর তাই প্রাপ্য।

➢ **যমযম কূপের পানি পান -**

যমযমের পানি আল্লাহর মহত্বের একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্যের উপকরণ ও পীড়িতদের জন্য রয়েছে আরোগ্যের উপকরণ। রাসূল(সঃ) ইরশাদ করেন – "যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয়, তা পূর্ণ হয়।" তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই এ পানি বরকতময়, নিশ্চয়ই তা খাদ্যের খাদ্য। ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায আদায় ও দু'আর পর যমযমের পানি হাতে নিয়ে কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে ০৩ শ্বাসে প্রাণভরে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করবে এবং প্রত্যেকবার পবিত্র কাবা শরীফের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে। পানি পান শেষে কিছু পানি বরকতের জন্য মাথায়, মুখে ও শরীরে মাখবে। এখানে দু'আ কবুল হয়। যমযম কূপ কাবা শরীফের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, বর্তমানে দেখা যায় না। মসজিদুল হারামের ভেতরে ও বাইরে হাজীদের খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত যমযমের ঠাণ্ডা ও স্বাভাবিক পানির ব্যবস্থা ও ওয়ান টাইম গ্লাস রাখা আছে।

⇨ **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আ পড়া বর্ণিত আছে**– اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًاً وَّاسِعًاَ وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ –(আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা ই'লমান নাফিয়াঁও ওয়া রিযক্বন ওয়াসিয়া'ন ওয়া শিফাআম মিংকুল্লি দায়ীন) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কল্যাণকর ইল্ম, প্রশস্ত রিজিক, নেক আমল ও সকল ব্যধি থেকে নিরাময় কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি এ পানি কেয়ামতের পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে পান করছি।

➢ **মুলতাযামে হাজিরি–**

মুলতাযাম হ'ল হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে। এখানে দু'আ কবুল হয়। তওয়াফ সম্পন্ন ও তৎপরবর্তী দু'রাকা'আত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায আদায়ান্তে যমযমের পানি পান করে সম্ভব হলে মুলতাযামের নিকটে গিয়ে কা'বা শরীফের চৌকাঠ ধরে দেয়ালের সাথে মুখ ও বুক লাগিয়ে কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং মনের আরজী পেশ করবে(মোস্তাহাব), তবে প্রচণ্ড ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দিবে না। হাজারে আসওয়াদ ও কাবার চৌকাঠ ব্যতীত কাবা ঘরের অন্য কোন অংশ চুম্বন করবে না।

⇨ **তওয়াফ ও সায়ীর জন্য দু'আ ও জিকির** - তওয়াফ ও সায়ীর সময় জিকির ও দু'আর মধ্যে মশগুল থাকবে, তবে তওয়াফ ও সায়ীর জন্য নির্ধারিত কোন দু'আ নেই। এ সময় মনের আবেগ ও প্রয়োজন মোতাবেক নিজ ভাষায় শরীয়ত সম্মত যে কোন দু'আ কিংবা জিকির করা যায়, তবে জিকির করা উত্তম। অন্যথায় এ দু'আ সর্বস্থানে পড়বে- لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) **অর্থ**- আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

ফায়দা- আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো আল্লাহর জিকির। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল, ওলী-আল্লাহ, বুজুর্গ ছিলেন তাদের সবার সব সময়ের আমল ছিল জিকির। নবী কারীম(সঃ)-কে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি(সঃ) বলেন- তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত (তরতাজা) থাকে(তিরমিজী-৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ-৩৭৯৩, আহমদ-১০৯৬৮, মিশকাত-২২৭৯, ফাযায়েলে আ'মাল পৃ:৩৭৯)। আল্লাহতা'আলা বলেন,'আমাকে স্মরণ(জিকির) করো, তা হলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো'(সুরা বাঁকারা-১৫২)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'যখন তোমরা নামাজ সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির(তাসবিহ-তাহলিল) পাঠ করবে'(সুরা নিসা-১০৩)। অপর এক বর্ণনায় হাদিসে কুদসীতে নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা বলেন,'আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি। যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জিকিরের জন্য তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে'(আহমদ ইহা আবু হুরায়রা(রা:) সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

➢ **ওমরার ৩য় কাজ সাফা ও মারওয়া সায়ী করা –**

মসজিদে হারাম সংলগ্ন পূর্ব দিকের দু'টি পাহাড়ের নাম হচ্ছে সাফা ও মারওয়া। এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌঁড়ানোকেই সায়ী বলে। প্রত্যেক ওমরার তওয়াফ, তওয়াফে কুদুম ও তওয়াফে যিয়ারতের তওয়াফের পর সায়ী করতে হয়। সায়ী আদায়কালে তালবিয়া পাঠ করবে না।

⇨ **সায়ীতে ০৫টি ওয়াজিব কাজ**,যথা –(১)পবিত্র অবস্থায় সম্পন্নকৃত তওয়াফের পর সায়ী করা, (২)সায়ী সাফা হতে শুরু করা এবং মারওয়াতে শেষ করা, (৩)ওজর না থাকলে পায়ে হেঁটে সায়ী করা, (৪)সাত দৌঁড় পূর্ণ করা, (৫)সায়ী করতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা, একটুও বাদ পড়লে হবে না।

⇨ **সায়ীতে ০৯টি সুন্নত কাজ**,যথা –(১)সায়ীর প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদ(মুখে, হাতে বা হাতের ইশারায়) চুম্বন করা। (২)তওয়াফের নামাযের পরই সায়ী করা। (৩)সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা। (৪)সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে কাবামূখী হওয়া ও দু'আ করা। (৫)সায়ীর দৌড়সমুহ পরপর আদায় করা। (৬)জানাবাত ও হায়েয-নেফাস হতে পবিত্র হওয়া। (৭)সতর আবৃত হওয়া। (৮)সায়ী এমন তওয়াফের পর হওয়া যাতে শরীর ও কাপড় পবিত্র ছিল এবং উজুও ছিল। (৯)সায়ীর পথের মধ্যভাগে সবুজ বাতি নির্দেশিত স্থানে দৌঁড়ানো, তবে মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে চলবে।

➢ **সায়ীর নিয়ম**-

ওয়াজিবুত তওয়াফ নামাযান্তে যমযমের পানি পান শেষে পুনরায় হাজারে আসওয়াদের নিকটে গিয়ে সরাসরি বা দূর থেকে ইশারায় চুম্বন করে পূর্ব দিকের মসজিদের দরজা বাবুস সাফা দিয়ে বের হয়ে প্রথমে ডান দিকের দক্ষিণস্থ সাফা পাহাড়ে যাবে।

⇨ **সাফার নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে পড়বে** -

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ(বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহি রব্বিগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক। আল্লাহুম্মা আ'সিমনী মিনাশ্শায়ত্বন) **অর্থ**- আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল(সঃ)এর ওপর, হে আল্লাহ! তুমি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাগুলি আমার জন্য খুলে দাও এবং শয়তানের কবল হতে আমাকে রক্ষা কর।

⇨ **সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময়ের দু'আ** - إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

-(ইন্নাসসফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ'ইরিল্লাহ) **অর্থ**- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের অন্তর্ভুক্ত(ওসওয়ায়ে রসূলে-আকরাম)।

অতঃপর সম্ভব হলে পড়বে- أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -(আবদাউ বিমা বাদা'আল্লাহু আ'জ্জা ওয়া জাল্লা) অর্থ: আমি সে স্থান(অর্থাৎ সাফা) থেকেই শুরু করছি, যেখান থেকে মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী আল্লাহ শুরু করেছেন।

➢ পাহাড়ের কিছুটা উপরে উঠে(বর্তমানে পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর) কাবা শরীফ নজরে পড়তেই থেমে যাবে এবং কাবা শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে মুনাজাতের ন্যায় হাত তুলে ৩বার উচ্চস্বরে اَلْحَمْدُ

لِلّٰهِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَإِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ(আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাহ)বলবে। অতঃপর কালিমায়ে তামজীদ পড়ে আকুতি-মিনতি জানিয়ে প্রাণভরে দু'আ করবে। **এটাও দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান**।

কালিমায়ে তামজীদ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَإِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (সুবহানাল্লাহী অলহামদু লিল্লাহী ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-ল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

কালিমায়ে তামজীদ পড়ে সম্ভব হলে এ দু'আ পড়বে-

لاَإِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইয়িং ক্বদীর)।

এরপর পাহাড় থেকে নেমে উত্তরে মারওয়া পাহাড়ের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। কিছু দূর অগ্রসর হলে সম্মুখে সবুজ বাতি নির্দেশিত স্থানে পুরুষেরা একটু দ্রুত বেগে অর্থাৎ একটু দৌড়ে যাবে(মোস্তাহাব), মহিলারা স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবে। সবুজ বাতির পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে চলে মারওয়ার উপরে উঠে এখানেও সাফার ন্যায় তাকবীর বলে দু'আ করবে। এটাও দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান। এ পর্য্যন্ত এক চক্কর হ'ল। এরূপ ০৭ চক্করের দ্বারা এক সায়ী হয়। সম্ভব হলে প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়ায় উঠে জিকির বা দু'আ করবে। শেষের বারে মারওয়ার উপর এসে প্রাণভরে দু'আ করবে। এভাবে সায়ী পূর্ণ হবে। সায়ী করার সময় কাঁধ ঢাকা থাকবে। সায়ী চলাবস্থায় নামায শুরু হলে নামায আদায় করে ঐ স্থান থেকে অবশিষ্ট সায়ী পূর্ণ করবে। সায়ী করার সময় ওজু ভেঙ্গে গেলে পুনরায় ওজু করা জরুরী নয়, তবে উত্তম। সায়ীর পর মাতাফের কিনারায়, তা সম্ভব না হলে হারামের যেখানে সহজ হয়, সেখানে দু'রাকাত নফল নামায পড়া মোস্তাহাব।

➢ তওয়াফ সম্পন্ন ও তৎপরবর্তী দু'রাকাআত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায আদায় করার পর কিংবা সায়ী আদায়কালে কোন মহিলার হায়েয শুরু হয়ে গেলে সে এ অবস্থায় অবশিষ্ট সায়ী করতে পারবে। কেননা, সায়ীর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৪৪১, মানাসিক পৃঃ ১৭৭)।

⇨ **সবুজ বাতি স্থানে পড়বে** - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْوَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ - (আল্লাহুম্মাগফির ওয়ারহাম ওয়া আংতাল আ আ'য্যুল আকরাম) **অর্থ**-হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহা সম্মানী।

⇨ **সায়ীর প্রতি চক্করের সময় সম্ভব হলে পড়বে** - رَبِّ اغْفِرْوَارْحَمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ - (রব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আংতাল আ আ'য্যুল আকরাম) **অর্থ**- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রমশালী ও অসীম দয়ালু।

➢ **ওমরার শেষ কাজ মাথার চুল মুন্ডানো**-

হজ্বে তামাত্তু আদায়কারীর জন্য ওমরার সায়ী শেষে মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব অর্থাৎ মাথা মুন্ডানো/চুল ছাঁটার পর স্বাভাবিক সুন্নতই পোশাক পরিধান করবে। পুরুষের জন্য চুল মুন্ডানো উত্তম। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে হাতের আঙ্গুলের এক কর (প্রায় এক ইঞ্চি) পরিমাণ চুল কাটার দ্বারা ইহরাম থেকে হালাল হওয়া যায়। মাথা মুন্ডানো/চুল ছাঁটার আগে দাঁড়ি, মোচ, নখ কিংবা শরীরের অন্য কোনো পশম কাটলে দম ওয়াজিব হবে। কিবলামূখী বসে আল্লাহু আকবর বলে ডানদিক থেকে মাথা মুন্ডানো শুরু করবে। ইহরাম অবস্থায় মুহরিম (পূর্বের সমস্ত আমল উভয়ের পূর্ণ থাকলে) একে অপরের চুল মুন্ডাতে পারবে, মহিলারা নিজে বা স্বামী কিংবা অন্য কোন মহিলা দিয়ে কাঁটাতে পারবে। চুল হারামের সীমানার মধ্যে মুন্ডাবে/ছাঁটবে। পুরুষের জন্য মাথার এক চতুর্থাংশের চুল ছাটার দ্বারা হালাল হওয়া যায়, তবে এটা উত্তম নয়।

হজ্বে ক্বিরান ও ইফরাদ আদায়কারীগণের এ সময় মাথা মুন্ডানো বা চুল ছেঁটে হালাল হওয়া যাবে না, বরং ইফরাদ হজ্বকারীগণ তওয়াফে কুদূম আদায় করে, আর ক্বিরাণ হজ্বকারীগণ ওমরার সায়ী করার পর তওয়াফে কুদুম আদায় করে সায়ী করবে এবং ইহরাম অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ ইহরাম না খুলে হজ্বের অপেক্ষায় থাকবে এবং ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলবে।

➢ **মক্কায় ইহরামমুক্ত অবসর সময়ে করনীয়** –

পুরুষেরা ৫ ওয়াক্তের নামায মসজিদুল হারামে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করবে। যত বেশী সম্ভব নফল তওয়াফ ও ওমরা আদায় করবে, তবে বেশী বেশী নফল তওয়াফ করা উত্তম। এ ইবাদতটি একমাত্র এখানেই হতে পারে। নিজের জন্য, জীবিত/মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, উস্তাদ, পীর বুজুর্গ যে কোন মুমিন ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্যে তওয়াফ ও ওমরা করা জায়েজ। হারাম শরীফে থাকা অবস্থায় অন্যান্য নফল ইবাদত অপেক্ষা বেশী বেশী তওয়াফ করবে। নফল তওয়াফ সাধারণ পোশাকে করা যায়। নফল তওয়াফে ইহরাম, ইজতিবা, রমল ও সায়ী নেই। শুধুমাত্র নিয়ত করে তওয়াফ শেষে দু'রাকআত নামায মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে বা হারামের যেখানে সহজ হয়, সেখানে আদায় করা ওয়াজিব। মাকরুহ সময় হলে নামায পূর্বে বর্ণিত নিয়মে পরে পড়বে। হজ্বে ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্ব পালনকারীগণও ইহরাম অবস্থায় নফল তওয়াফ করতে পারবে। তওয়াফের সময়

ইহরামের কাপড় পরিধানে থাকলে পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ চক্করে ইজতিবা ও ১ম ৩চক্করে রমল করা সুন্নত।

⇨ মহিলারা বাসায় নামায পড়লে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে। তবে তারা তওয়াফের জন্য কাবা শরীফে গেলে আর যদি তখন নামায শুরু হয়ে যায় তাহলে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে। তবে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের নফল তওয়াফ না করা উত্তম। ভিড় কম থাকলে তারা নফল তওয়াফ রাত্রে করবে।

নফল তওয়াফের নিয়ত– হে আল্লাহ!আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার ঘর সাত চক্করের মাধ্যমে নফল তওয়াফ করার নিয়ত করছি। তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নেও।

➢ **নফল ওমরা–**

তামাত্তুকারীগণ নফল ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধার নিমিত্তে নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকে ওযু-গোসল করে ইহরামের পোশাক পরিধান করে মক্কা হতে ৬কিঃমিঃ উত্তরে তানয়ীম নামক স্থানে মসজিদে আয়েশা হতে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে ইহরামের নামায পড়ে নফল ওমরার নিয়ত করবে। তারপর ৩বার তালবিয়া পড়বে। অতঃপর মক্কায় এসে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে ওমরার কাজগুলো পূর্ণ করবে।

নফল ওমরার নিয়ত – হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য নফল ওমরা পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্যে তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নেও।

হজ্জ পালনের ধারাবাহিক কার্যাবলী -

⇨ **হজ্জের ফরয ৩টি**, যথাঃ-(১)ইহরাম বাঁধা, (২)৯ই জিলহজ্জ দুপুরের পর সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে অল্প সময় হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান(উকুফ) করা ও (৩)তওয়াফে যিয়ারত করা।

⇨ **হজ্জের ওয়াজিব ৬টি**, যথাঃ- (১)সাফা-মারওয়া সায়ী করা, (২)মুযদালিফায় অবস্থান করা, (৩)১০,১১,১২ই জিলহজ্জ তারিখ ৩ দিনে ৩টি জামারাতে মোট ৪৯টি কঙ্কর মারা, (৪)ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জে কুরবানি করা, (৫)হলক বা কসর করা(মাথার চুল মুন্ডানো/ছাঁটা), (৭)মীকাতের বাইরে থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ করা।

⇨ **হজ্জের সুন্নত ১০টি**, যথাঃ-(১)তওয়াফে কুদূম(আগমনের তওয়াফ), (২)তওয়াফে কুদূমে ইজতিবা ও ১ম ৩ চক্করে রমল করা, (৩)৮ই জিলহজ্জ মিনায় পৌঁছান এবং জোহর থেকে পরদিন ফজর পর্য্যন্ত ৫ ওয়াক্তের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা ও রাত্রে অবস্থান করা, (৪)৯ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর সাথীদের সাথে মিনা হতে আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া, (৫)উকুফে আরাফার জন্য সেদিন জোহরের পূর্বে গোসল করা, (৬)উকুফে আরাফা শেষে সেদিন সূর্যাস্তের পর (ইমামের রওয়ানা হওয়ার পর) মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া, (৭)৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থান করা, (৮)১০, ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান করা, (৯)রমী শেষে মিনা হতে মক্কায় ফিরার পথে মুহাসসাব নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা, (১০)ইমামের জন্য ০৩ স্থানে(জিলহজ্জের ৭ তাং মক্কায়, ৯ তাং আরাফায় ও ১১ তাং মিনায়) খুৎবা দেওয়া।

➢ **৮ই জিলহজ্জ** –

৮ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রওয়ানা হয়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনায় পৌঁছানো এবং জোহর থেকে পরদিন ফজর পর্য্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায মিনায় জামা'আতের সাথে আদায় ও রাত্রে অবস্থান করা সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে ভিড়ের কারণে হাজীদেরকে তাদের সুবিধার্থে সাধারনতঃ ৭ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। তাই তামাত্তুকারীগণ যারা আগে সায়ী করতে চায় তারা আসরের পূর্বেই পূর্বে বর্ণিত নিয়মে হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ইজতিবা ও রমলসহ একটি নফল তওয়াফ করে সায়ী করবে, তাহলে তওয়াফে যিয়ারতের সময় প্রচণ্ড ভিড়ে সায়ী করতে হবে না, শুধু তওয়াফ করলেই চলবে। ইজতিবা ও রমলের সাথে তওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করা খুবই কঠিন কাজ। তাই যারা বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল বা অক্ষম এবং মহিলাদের জন্য মিনা যাওয়ার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর ইজতিবা ও রমলসহ একটি নফল তওয়াফ করে সায়ী করে নেওয়া আরামদায়ক। ইহরাম বাঁধার স্থান নিজের হোটেল রুমসহ হারাম শরীফের এরিয়ার সমস্ত জায়গা, তবে মসজিদুল হারামে মোস্তাহাব। মহিলারা নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

⇨ **তামাত্তুকারীর জন্য হজ্জের ইহরাম বাঁধার নিয়ত** – হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র হজ্জ পালনের নিয়ত করছি, আমার জন্য এটা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নেও।

➢ হজ্জে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারীগণ আগে থেকেই যেহেতু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আছেন সেহেতু তাদের জন্য এ দিন নতুন করে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাঁরা হজ্জের দিনগুলোতে পরবর্তী করণীয় কাজগুলো তামাত্তুকারীর ন্যায় একই নিয়মে পালন করবে, তবে ইফরাদকারীর জন্য ১০ তারিখে মাথা মুন্ডানোর পূর্বে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব।

⇨ ইহরাম অবস্থায় ৪/৫ দিনের উপযোগী খুবই হালকা সামান পত্র নিয়ে (সামানপত্র বেশী হলে খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়) তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। মিনায় পৌঁছে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। মিনা ময়দান ফযীলতপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান এবং দু'আ কবুলের একটি উত্তম জায়গা। তাই এখানে বেশী বেশী তালবিয়া, দরূদ, জিকির-আযকার, তাছবীহ্-তাহলীল, দু'আ, মাগফিরাত কামনা করবে। মিনায় ৫ ওয়াক্তের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। খুবই আন্তরিকতার সাথে নফল ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, এ অমূল্য সময় অপচয় করবে না। এ মূল্যবান মুহূর্তগুলো হয়তো জীবনে আর আসবে না। জিলহজ্জের ৮ এবং ১০ হতে ১২ তারিখ পর্য্যন্ত মিনার তাঁবুতে অবস্থান করা সুন্নত।

➢ **৯ই জিলহজ্জ –**

এ দিন ফজরের ফরজ নামাযের পর পরই তাকবীরে তাশরিক শুরু এবং তা ১৩ই জিলহজ্জ আছরের ফরজ নামাযান্তে শেষ হবে। নামাযান্তে প্রথমে একবার তাকবীরে তাশরীক এবং পরে তিনবার তালবীয়া পাঠ করবে।

⇨ **তাকবীরে তাশরিক** – اللهُ أَكْبَرُ،اللهُ أَكْبَرُ،لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ،اللهُ أَكْبَرُ وَاللهِ الْحَمْدُ – (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ)।

➢ **০৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের বরকতময় দিন** -

৯ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা করা মোস্তাহাব। সেখানে পৌঁছে জোহরের নামাযের পূর্বেই গোসল করবে, সম্ভব না হলে উযু করে আল্লাহপাকের শুকরিয়া এবং আউয়াল ওয়াক্তে জোহরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। অতঃপর তালবিয়া, তাকবীর, তওবা-ইস্তেগফার, জিকির-আযকার, দু'আ দরূদ, নফল নামায, তেলাওয়াতে কালামে পাক ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে, অবহেলা করা উচিত নয়। দুপুরের পর এ ময়দানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং সূর্যাস্থ পর্য্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। **সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করবে না**, করলে 'কাফফারার দম' ওয়াজিব হবে। আরাফাতের ময়দানে কোন নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগী করার বাধ্য-বাধকতা নেই। এখানে শরীয়ত সম্মত যে কোন নফল ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দূ'আ-দরূদ পাঠ করা যায়। দূ'আ নিজ ভাষাতেও করা যায়।

আরাফাতের ময়দান দূ'আ কবুল এবং ক্ষমার একটি বিশেষ স্থান। আছরের নামাযের পর এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সময়টুকু মহামূল্যবান। এ সময় আল্লাহর রহমতের সকল দরজা খোলা থাকে এবং নিশ্চিতভাবে দু'আ কবুল হয়। তাই জামা'আতের সাথে আছরের নামাযান্তে তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নিচে কাবামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে (দাঁড়ানো কষ্টকর হলে নিজ তাঁবুতে বসে কিংবা শুয়ে যেভাবে সম্ভব) সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত একাকী যে কোন নফল ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-আযকার এবং দু'আয় নিমগ্ন থাকবে। এখানে অবস্থানকালীন পুরুষেরা উচ্চ আওয়াজে আর মহিলারা নিম্নস্বরে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে।

⇨ **আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসরের নামায আদায়** -

আরাফাতের ময়দানে বাদশাহ বা তাঁর প্রতিনিধির ইমামতিতে জোহর ও আসরের নামায জোহরের ওয়াক্তে জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নত। কিন্তু মালেকী ও হাম্বলী মতের অনুসারী ইমাম মুকীম হওয়া সত্ত্বেও আরাফায় কছর আদায় করেন। তাই হানাফি এবং শাফেয়ী অনুসারীদের জন্য ইকতেদা করা ঠিক হবে না। তাদের জন্য নিজ নিজ তাবুতেই জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর জামা'আতের সাথে পড়ে নেওয়া উচিত। হানাফি মতে আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিয়ে আসর পড়বে। এবিষয়ে অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াবে না (ফাতাঃ শামী ২:১৮৮, মাঃ রাহমানী পয়গাম-এপ্রিল/৯৫, মার্চ/৯৯)।

⇨ **কসর করার বিষয়ে মাসআলা**-

শরয়ীভাবে যারা মুসাফির তাঁরা কসর করবে, আর যারা মুসাফির নয় তাঁরা কসর করবে না। কেহ ৮ই জিলহজ্জের ১৫ দিন পূর্ব হতে মক্কায় অবস্থান করলে কিংবা ১৫ দিনের বেশী অবস্থানের জন্য নিয়ত করলে তিনি মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় মুকীম হিসেবে গণ্য হবেন, অন্যথায় মুসাফির হবেন। হাদিসের আলোকে চার ইমামের তিনজনই মিনা ও আরাফাতে শুধুমাত্র মুসাফিরদের জন্য কসর করার এবং মুকীমদের জন্য পূর্ণ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাই নির্ভরযোগ্য মত (তাহাবী শরীফ ১/২৭৯, আবু দাউদ-১/২৭০, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ-১/৪৭৩, ফাতাওয়া দারুল উলুম ৫:৪৮৬)।

⇨ **আরাফাতের ময়দানে ০১টি বিশেষ আমল** –

– (১) لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইয়িং ক্বদীর)-১০০বার, (২)সূরা ইখলাস ১০০ বার ও (৩)দরূদে ইবরাহী-১০০বার। আসরের পরে অর্থাৎ দিনের শেষাংশে এ আমলটি করা অতি ফজিলতপূর্ণ।

⇨ **আরাফাতের দু'আ –** لاَإِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – (লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইয়িং ক্বদীর) **অর্থ**–আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এ দূ'আ আরাফার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দূ'আ, আর আরাফাত দিনের দূ'আ সকল দূ'আ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ(সুনানে তিরমিযী–৩৫৮৫,ওস্ওয়ায়ে রসূলে–আকরাম)।

অতঃপর সম্ভব হলে এ দূ'আ করবে – اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِي نُوْرًا وَّفِيْ صَدْرِىْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُورًاوَّفِيْ بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصُّدُورِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهِبُّ بِهِ الرِّيَاحُ (আল্লাহুম্মাজ আ'ল ফী ক্বলবী নূরাওঁ ওয়া ফী সদরী নূরাওঁ ওয়া ফী ছামঈ নূরাওঁ ওয়া ফী বাসারী নূরান। আল্লাহুম্মা শরাহ লী সদরী ওয়া ইয়াছছির লী আমরী ওয়া আই'যুবিকা মিন ওয়াছায়ে ছিসুদূরি ওয়া শাতাতিল আমরি ওয়া ফিতনাতিল কবরই। আল্লাহুম্মা ইন্নি আই'যুবিকা মিন শাররি মা ইয়ালিজু ফিল্লাইলি ওয়া শাররি মা ইয়ালিজ্বু ফিন্নাহারি ওয়া শাররি মা তাহুব্বু বিহির রিয়াহ) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, আমার বক্ষে, আমার শ্রবণে এবং আমার দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মনের কুমন্ত্রণা থেকে, কাজের বিশৃঙ্খলা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই রাত্রিতে প্রবেশকারীর অনিষ্ট থেকে, দিনে প্রবেশকারীর অনিষ্ট থেকে, বায়ু থেকে বয়ে নিয়ে চলে, তার অনিষ্ট থেকে।

⇨ **আরাফাতের মুনাজাত** –

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

– (রব্বানা যলাম না আংফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা, লানাকূনান্না মিনাল খছিরীন) **অর্থ**– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

⇨ **আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় বাণী**, সম্ভব হলে এ দু'আটি বেশী বেশী করে পাঠ করবে– سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ –(ছুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার) **অর্থ**– আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

⇨ **গুনাহ মাফের দু'আ**–

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

– (আছতাগ-ফিরুল্লহাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ুম। ওয়া আতুবু ইলাইহি লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিইয়ুল আ'জ্বীম) **অর্থ**– আমি সেই আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তাঁরই দিকে আমরা ফিরে যাচ্ছি। মহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।

⇨ **জান্নাত প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দু'আ**–

اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ – (আল্লাহুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্নার) **অর্থ**– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।

⇨ **মাতাপিতার জন্য দু'আ**–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً –(রব্বীর হামহুমা কামা রব্বা– ইয়ানি ছগিরা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমার মাতা–পিতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, যে ভাবে তারা আমাকে ছোট বেলায় লালন–পালন করেছেন।

➢ **মুযদালিফায় গমন ও সেখানে অবস্থান** -

০৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে বিলম্ব না করে সূর্যাস্তের পর পরই মাগরিবের নামায না পড়ে খুব ধৈর্য–সহ্য সহকারে তালবিয়া, তাকবীর, দরুদ, জিকির–আযকার করতে করতে মুযদালিফার দিকে রওনা করবে। মুযদালিফায় পৌঁছাতে যত রাতই হোক না কেন এখানে পৌঁছে সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে একই আযান ও একই ইকামতের সাথে প্রথমে মাগরিবের ফরজ, তারপর বিলম্ব না করে ঈশার ফরজ নামায জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। উভয়ের ফরজ নামায আদায় শেষে পর্যায়ক্রমে উভয় ওয়াক্তের সুন্নত ও বিতর নামায আদায় করবে। কেউ ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার আগে মুযদালিফায় পৌঁছে গেলে তখন মাগরিব না পড়ে অপেক্ষা করবে এবং ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব ও ঈশা একত্রে পড়বে। নামাযান্তে কিছু সময় বিশ্রাম নিবে। কারো কারো মতে মুযদালিফায় এ রাতের মর্যাদা শবে ক্বদর অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশ্রামান্তে সম্ভব হলে এ রাতে নফল নামায ও ইবাদত–বন্দেগীতে মগ্ন থাকবে, কাকুতি–মিনতি সহকারে দু'আ ও তওবা–ইস্তিগফার করবে। সুবহে সাদিক হলে

প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামাযান্তে (চারদিক ভালভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত) কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি সহকারে তওবা-ইস্তিগফার ও দু'আয় মশগুল থাকবে।

মুযদালিফায় অবস্থানের মূল ও প্রকৃত সময় সুবহে সাদিক হতে শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের একটু আগ পর্যন্ত কিছু সময় অবস্থান করা ওয়াজিব, সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নতের খেলাফ। বিশেষ ওজর তথা অতিশয় বৃদ্ধ, দুর্বল, নারী কিংবা অধিক পীড়িত ব্যক্তি সাথে থাকলে সুবহে সাদিকের পূর্বেও রওনা হওয়া যায়। তবে, শরয়ই ওজর ব্যতীত সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করলে কাফফারার 'দম' দিতে হবে। এখানে অবস্থানকালীন অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে (হিসনে হাসীন)। এ স্থানে বান্দার হক থেকে মাফ পাওয়ার জন্যও দু'আ করবে। সূর্যোদয়ের একটু আগে (৫-৭ মিঃ পূর্বে) তালবিয়া পাঠ, দরূদ, জিকির-আযকার করতে করতে মিনার দিকে রওনা করবে (সুন্নত)। পথে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করবে।

মুযদালিফার জন্য ১টি দু'আ (বান্দার হক থেকে মাফ পাওয়ার জন্য এ দু'আ করবে) –

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ. اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ. وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ. (আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলায়ইয়া হুকূকান কাছীরতান ফী মা বায়নী ওয়া বায়নাকা ওয়া হুকূকান কাছীরতান ফী মা বায়নী ওয়া বায়না খলকিকা। আল্লাহুম্মা মা কানা লাকা মিনহা ফাগফিরহু লী ওয়া মা কানা লিখলকিকা ফা তাহাম্মালহূ আন্নী) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার অনেক হক আছে, যা আমার ও তোমার মধ্যে এবং আমার তোমার সৃষ্টির মধ্যে। হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তুমি তা মাফ করে দাও ও ক্ষমা করে দাও, আর যা তোমার বান্দা ও সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত তা মাফ করানোর দায়িত্ব নেও।

⇨ কঙ্কর সংগ্রহ –

জামারাতে শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য বুট বা মটরদানা সাইজের ৬০/৭০টি কঙ্কর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করবে এবং সেগুলো ধুয়ে নিবে(মোস্তাহাব)। কঙ্কর মিনা হতেও সংগ্রহ করা যায়। তবে, কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে পড়ে থাকা কঙ্কর নেওয়া উচিৎ নয়।

➢ ১০ই জিলহজ্জ (মিনায় পৌঁছে করনীয়) -

এ দিনের ১ম কাজ জামরাতুল আঁকাবায় রমী করা। শয়তানের প্রতীক হিসেবে জামারাতে স্থাপিত ০৩টি স্তম্ভের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করাকে রমী বলে, এটা ওয়াজিব। মিনায় মসজিদুল খাইফের পার্শ্বে অবস্থিত ০৩টি স্থানকে ঐতিহাসিক কারণে জামরাহ বলে। প্রথমটিকে জামরায়ে উলা(ছোট শয়তান) এর সামান্য সম্মুখেই জামরায়ে উস্তা(মাঝারী শয়তান) আর মিনার একেবারে শেষ প্রান্তে জামরায়ে আকাবাহ (বড় শয়তান)অবস্থিত। ১০তাং শুধুমাত্র জামরায়ে আঁকাবাতেই ১টি ১টি করে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। মুযদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছে নিজ তাঁবুতে সামানপত্র রেখে কিছু সময় বিশ্রাম নিবে। অতঃপর গাইডের সাথে রমী করার জন্য জামারাতে যাবে, সম্ভব হলে সাথে বোতলে খাবার পানি রাখবে। যাওয়ার পথে বেশি বেশি করে তালবিয়া, জিকির, দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পাঠ করবে।

১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয় হতে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত রমী করা মোস্তাহাব। সূর্য ঢলার পর হতে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মুবাহ সময়, আর সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে মহিলা, দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য মাকরূহ নয়, তারা দুপুরের পর রমী করতে পারবে। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্ব মুহূর্তে হজ্জের তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে, হজ্জের তালবিয়া আর পাঠ করবে না।

➢ কঙ্কর নিক্ষেপের নিয়ম ও পদ্ধতি -

সম্ভব হলে মিনাকে ডানে আর কাবা শরীফকে বামে রেখে স্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে চেহারা উত্তরমুখী করে দাঁড়াবে, অন্যথায় যেভাবে সম্ভব দাঁড়াবে। তবে, পশ্চিম পার্শ্বে ভিড় অনেক কম থাকে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়। জামরাহ হতে কমপক্ষে ৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ডান হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কঙ্কর ধরে হাত উঁচু করে الله أكبر(আল্লাহু আকবার) বলে প্রতিটি জামরায় প্রতিবার ধারাবাহিকভাবে বিরতি না দিয়ে একটি একটি করে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং দু'আ পাঠ করবে। একসাথে ৭টি নিক্ষেপ করবে না, করলে রমী আদায় হবে না। রমীর স্থলে নির্মিত স্তম্ভে কঙ্কর নিক্ষেপ করলে, যদি কঙ্কর স্তম্ভের পার্শ্বের ঘেরা দেওয়ালের বাইরে পড়ে যায়, তাহলে রমী আদায় হবে না। রমীর স্থল স্তম্ভ নয়, বরং পার্শ্বের ঘেরা দেওয়ালস্থিত জায়গা। কঙ্কর এমনভাবে নিক্ষেপ করবে যাতে করে কঙ্কর স্তম্ভের পাদদেশে পতিত হয়। সাথে ২/৪টি কঙ্কর বেশি রাখবে।

শরয়ই ওজর ব্যতীত রমী সর্বদা নিজেই করতে হয়, বদলী জায়েজ নহে। শরয়ই ওজর ব্যতীত ভিড়ের ভয়ে অন্যের মাধ্যমে রমী করালে কাফফারার দম দিতে হবে। শরয়ই ওজর হচ্ছে এমন অসুস্থ হওয়া যে হাঁটতে পারে না, গাড়িতে উঠতে অক্ষম কিংবা দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে অপারগ-এ ধরণের অবস্থায় ঐ ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপ করাতে পারবে। অসুস্থ ব্যক্তির আদেশে আদিষ্ট ব্যক্তি

প্রথমে নিজের রমী আদায় করবে, অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তির রমী আদায় করবে। হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলাদের রমী করতে কোনো বাঁধা নেই।

⇨ **কঙ্কর নিক্ষেপের দু'আ** - بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَكْبَرُ رَغَمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضَاءً لِلرَّحْمٰنِ - (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রগামান লিশ্‌শায়তান ওয়া রিদা-আল লিররহমান) **অর্থ**- আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এ পাথর শয়তানকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য এবং আল্লাহকে রাজী করার জন্য নিক্ষেপ করছি।

➢ **কুরবানি করা (দমে শোকর) ও মাথা মুন্ডানো -**

তামাত্তু ও ক্বিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্য মাথা মুন্ডানোর পূর্বে কুরবানি করা ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য মাথা মুন্ডানোর পূর্বে কুরবানি করা মোস্তাহাব। কুরবানির সময় ১০ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর হতে ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত। হজ্জের কুরবানি হারামের সীমানার ভিতরে করা জরুরী, অন্যথায় কুরবানি আদায় হবে না(রদ্দুল মুহতার-২/৫৩২)। হাজীদের জন্য ১০ জিলহজ্জ ঈদুল আযহার নামায মাফ।

কুরবানির পর হাজীদের ৩য় কাজ হ'ল মিনায় মাথা মুন্ডানো। চুল হারামের সীমানার মধ্যে যে কোন স্থানে মুন্ডানো যায়, তবে মিনায় উত্তম। অতঃপর গোসল সেরে ইহরামের কাপড় খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবে। মাথা মুন্ডানোর পর ইহরামের কারণে যা কিছু হারাম ছিলো, স্ত্রী মিলন ব্যতীত সবই হালাল হয়ে যায়, তওয়াফে যিয়ারত না করা পর্য্যন্ত স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ।

কিরান ও তামাত্তুকারী দমে শোকর(কুরবানি) আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে এর পরিবর্তে তাকে ১০টি রোযা রাখতে হয়। ০৩টি রোযা ইহরামের পর থেকে আরাফার দিন পর্য্যন্ত শেষ করতে হবে। বাকি ০৭টি পরবর্তীতে সুযোগমত রাখলেও চলবে। এগুলো দেশে ফিরে এসেই আদায় করা উত্তম। আর দমের পরিবর্তে রোযা রাখলে এর নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বেই করতে হয়। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে ঐ রোযা দম আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে না(আল বাহরুর রায়েক ২/২৬২,আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৭৭)।

হাজীগণ হজ্জ অবস্থায় সাধারণত: মুসাফির থাকেন বলে তাদের ওপর ঈদুল আযহার কুরবানি ওয়াজিব হয় না। অবশ্য কেহ যদি ঈদুল আযহার সময় মুকীম থাকেন তাহলে তার ওপরও কুরবানি ওয়াজিব হবে। এ কুরবানি সেখানে কিংবা দেশের নিজ বাড়িতে অন্যের মাধ্যমেও করানো যায়। ঈদুল আযহার কুরবানি ওয়াজিব হয় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন বালেগ মুসলমানের ওপর যদি তিনি মুকীম হন।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫, গুনইয়াতুন নাসিক পৃঃ১৭২।

➢ **তওয়াফে যিয়ারত (হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ফরয তওয়াফ) -**

কুরবানি ও মাথা মুন্ডানোর পর তওয়াফে যিয়ারত আদায়ের জন্য কাবা শরীফের দিকে রওয়ানা করবে। তওয়াফে যিয়ারতের মোস্তাহাব সময় হ'ল ১০ই জিলহজ্জ। কোন কারণ বশত: ১০ তাং করতে না পারলে ১২ তাং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত যে কোন সময় আদায় করবে। এরপর আদায় করা মাকরূহ তাহরীমি, তবে বাদ দিলে হজ্জ হবে না। তাই যে কোনোভাবেই হোক এবং যখনই হোক তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ তওয়াফ না করলে যত দমই দেওয়া হোক না কেন হজ্জ আদায় হবে না। তবে ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর এ তওয়াফ করলে কাফফারার দম ওয়াজিব হবে। অধিক অসুস্থতার কারণে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করতে না পারলে হুইল চেয়ার বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে স্বয়ং তওয়াফ করতে হবে। কাউকে দিয়ে বদলী করানোরও সুযোগ নেই।

ইহরামের কাপড় পরিধানে থাকলে পুরুষের জন্য এ তওয়াফের সম্পূর্ণ চক্করে ইজতিবা ও ১ম ৩ চক্করে রমল করা সুন্নত। ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে তওয়াফ করলে এতে রমল ও ইজতিবা নেই। ৮ই জিলহজ্জ মিনায় আসার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর নফল তওয়াফের সাথে সায়ী করে থাকলে তওয়াফে যিয়ারতের পর আর সায়ী করতে হবে না, অন্যথায় সায়ীও করবে। ফরয তওয়াফের পরে যে কোনো সময় সায়ী করা যায়, সায়ীর কোনো শেষ সময়সীমা নেই (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৬৬ রশীদিয়া)। তওয়াফে যিয়ারতের পর ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ হালাল হয়ে যায়। মোস্তাহাব সময়ের মধ্যে তওয়াফে যিয়ারত ও সায়ী সম্পন্ন করে অবশিষ্ট দিনের কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য মিনায় ফিরে যাবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করে রাতে মিনায় অবস্থান করবে। শরীয়ত সম্মত ওজর ছাড়া মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহ। তওয়াফের নিয়ম পূর্বে ওমরার তওয়াফ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

⇨ হায়েয-নিফাসওয়ালী মহিলাগণ তওয়াফে যিয়ারতের জন্য পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে, তা যত দেরীই হোক না কেন, এর জন্য দম দিতে হবে না। প্রয়োজনে বিমান অফিসে যোগাযোগ করে বুকিং পরিবর্তন করবে। তওয়াফে যিয়ারত ছাড়া দেশে ফিরে আসলে আজীবন এ ফরজ বাকী থাকবে এবং পরবর্তীতে যেয়ে তা আদায় করতে হবে। তবে, যদি কোনভাবেই ফিরতি ফ্লাইটের তারিখ পিছানো সম্ভব

না হয় তাহলে ঐ অবস্থায় তারা ফরয তওয়াফ করে নিবে। এতে হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে বটে, কিন্তু অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফ করার কারণে পূর্ণ একটি উট বা গরু কিংবা মহিষ কাফফারার দম হিসেবে হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করতে হবে এবং এ ত্রুটির জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা-ইস্তিগফার করবে (কিতাবুল হজ্ব)। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করে সাময়িক হায়েয বন্ধ রেখে হজ্জের সকল কার্যাদি সম্পন্ন করা যায়।

➢ **১১ ই জিলহজ্জের রমী (কঙ্কর নিক্ষেপ) -**

১১ই জিলহজ্জ সূর্য ঢলার পর অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর হতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে ৩টি জামরার প্রত্যেকটিতে ১টি ১টি করে ৭টি, এভাবে ৩টি জামরায় মোট (৩+৭)=২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয় । একসাথে ৭টি নিক্ষেপ করবে না, করলে রমী আদায় হবে না। ১ম ও ২য়টিতে নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করে দু'আ করবে, এখানেও দু'আ কবুল হয়। কিন্তু ৩য়টিতে নিক্ষেপের পর দেরি না করে চলে আসবে, সম্ভব হলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে এবং পথে বেশি বেশি জিকির বা দু'আ-দরূদ পাঠ করবে। কঙ্কর নিক্ষেপ করা ও প্রয়োজনীয় কাজের পর বাকী সময় নফল ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে।

⇨ **রমী শেষ করে সেখানে অবস্থান না করে এ দু'আ পড়বে** –

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّامَّبْرُوْرًاوَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا – (আল্লাহুম্মাজ আ'লহু হাজ্জাম মাবরুরাওঁ ওয়া যাম্বাম মাগফুরা)

অর্থ– হে আল্লাহ! তুমি আমার এ হজ্জ কবুল কর এবং আমার যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দাও।

➢ **১২ই জিলহজ্জের রমী (কঙ্কর নিক্ষেপ) -**

১২ তারিখ সুর্য ঢলার পর ১১ তারিখের ন্যায় একই নিয়মে ১ম, ২য় ও ৩য় জামরার প্রত্যেকটিতে ১টি ১টি করে ৭টি, এভাবে ৩টি জামরায় মোট (৩+৭)=২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

⇨ ১১ ও ১২তারিখে সুর্য ঢলার পূর্বে রমী করলে তা আদায় হবে না, করলে সূর্য হেলার পর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়া পর্য্যন্ত সক্ষমদের জন্য মাকরুহ সময়। তবে মহিলা, দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য মাকরুহ হবে না, তাই তারা ঐ সময়ে রমী করতে পারবে এবং তারা ১২ তাং সূর্যাস্তের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করে সুবহে সাদিকের পূর্বে মিনা থেকে বের হতে পারবে। রমী শেষে মিনা হতে মক্কায় ফিরার পথে সম্ভব হলে মুহাসসাব নামক (যা মক্কার কবরস্থানের পূর্বদিকে, বর্তমান নাম মুআবাদাহ) স্থানের মসজিদে কিছুক্ষণ বিলম্ব করে দূআ-দরূদ ইত্যাদি পড়ে চলে আসবে।

➢ **১৩ই জিলহজ্জের রমী(কঙ্কর নিক্ষেপ)**–

১২ তাং রমী শেষে মিনা ত্যাগ করতে চাইলে, সূর্যাস্তের পূর্বেই ত্যাগ করবে, সূর্যাস্তের পর ত্যাগ করা মাকরুহ, তবে কেউ বের হলে কারাহাতসহ জায়েজ হবে। আর যদি ১২ তাং দিবাগত রাত্রে সুবহে সাদিক মিনায় হয়ে যায়, তা হলে ১৩ তারিখের রমীও ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে বিশেষ জরুরত না হলে ১২তারিখ রাতও মিনায় কাটানো উত্তম এবং ১১ ও ১২ তারিখের ন্যায় দুপুরের পর তিন জামরাতে রমী করা সওয়াবের কাজ।

➢ **সর্বশেষে বিদায়ী তওয়াফ (ওয়াজিব) -**

মিনা হতে মক্কায় ফিরে আসার পর বিদায়ী তওয়াফ ছাড়া হজ্জের আর কোন জরুরী আমল নেই। মীকাতের বাইরে থেকে আগতদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব। তওয়াফে যিয়ারত আদায়ের পর থেকে যে কোনো সময় বিদায়ী তওয়াফ আদায় করা যায়। তবে দেশে ফিরার আগ দিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করা উত্তম। এতে রমল, ইজতিবা ও সায়ী নেই। তওয়াফ শেষে দু'রাকআত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামায পড়বে। নামাযান্তে খুব কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। যমযমের পানি পান করবে (মোস্তাহাব)। সম্ভব হলে, মুলতাযেমে আল্লাহর ঘর ধরে প্রাণ ভরে দু'আ, ইস্তিগফার করবে। হায়েয-নিফাসের কারণে মহিলারা বিদায়ী তওয়াফ করতে না পারলে এবং সঙ্গী-সাথীদের চলে যাওয়ার সময় হলে মাফ হয়ে যাবে। দূর থেকে বিদায় নিবে। তবে তওয়াফে যিয়ারতের পর কেউ কোনো নফল তওয়াফ করলে ঐ তওয়াফই বিদায়ী তওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

মক্কা শরীফে অবস্থানকে গণিমত ও পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে এবং পবিত্র হজ্জ আদায়ের তৌফিকদানের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শোকর আদায় করে নফল তওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে। অতঃপর ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় হারাম শরীফে আগমনের আশা হৃদয়ে ধারণ করে বিদায় নিবে। অনেকে মনে করে যে, বিদায়ী তওয়াফের পর মসজিদুল হারামে যাওয়া যায় না। এটা ভুল ধারণা। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহঃ. একবার বিদায়ী তওয়াফ আদায় করে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান। এরপর তিনি আবার বিদায়ী তওয়াফ আদায় করেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীসঃ ১৬০৫৮)। সুতরাং বিদায়ী তওয়াফের পরও মক্কায় অবস্থান করলে, নামাযের সময়

হলে মসজিদে হারামে গিয়ে নামায পড়বে এবং সময় থাকলে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আবারো একটি তওয়াফ করবে (রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩)।

⇨ **আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহকে সামনে রেখে অতীতের সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে দু'আ করবে –**

اَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ أٰخِرَالْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْتَ فَعَوِّضْ مِنْهُ الْجَنَّةَ

– (আল্লাহুম্মা লা তাজআ'লহু আখিরাল আ'হদি মিন বায়তিকাল হারাম। ওয়া ইন্ জাআ'লতা ফা আওয়িদ মিনহুল জান্নাতা) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমার এ হজ্জকে তোমার সম্মানিত ঘরের সাথে শেষ সাক্ষাত করোনা এবং যদি তুমি এটাকে শেষ সাক্ষাতই করে থাকো তবে এর বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দান ক'রো।

⇨ **বায়তুল্লাহ থেকে বিদায়ের সময় ৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে এরপর দু'আ করবে –**

لاَإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুললি শাইয়িং ক্বদীর, আ-ইবূনা তা-ইবূনা সাজিদুনা লিরব্বিনা হা-মিদূন, সদাক্বল্ল-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাসার আ'বদাহু ওয়া হাঝামাল আহঝাবা ওয়াদাহু) **অর্থ**– আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা সফর হতে তওবা ও প্রশংসা করতে করতে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তিনি একাই কাফির গোত্রসমুকে পর্যুদস্ত করেছেন।

➢ **অসুস্থ, মাজুর, বৃদ্ধ ও মহিলাদের জন্য ১০,১১ ও ১২ই জিলহজ্জ তারিখের আমলের সহজ নিয়ম**–

১০ই জিলহজ্জ– তাঁরা হাঁটতে পারলে ৩য় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা থেকে টিন-শেডের রাস্তা ধরে টানেলের মধ্য দিয়ে মক্কায় যেয়ে বিশ্রাম করবে।

১১ই জিলহজ্জ– ভোরে গ্রুপ লিডারকে কুরবানির জন্য পাঠায়ে নিজে ফরয তওয়াফ করবে। পূর্বে সায়ী না করে থাকলে তাও আদায় করবে। কুরবানি করার সংবাদ পাওয়ার পর মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হবে এবং খানা খেয়ে জোহরের পর ধীরে সুস্থে পুনরায় মিনায় ফেরার পথে তিনও জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে যাবে। রাতে মিনায় অবস্থান করবে।

১২ই জিলহজ্জ– বিকালে বা রাতে মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে এ দিনের জন্য তিনও জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে যাবে। বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ করবে (কিতাবুল হজ্ব)।

➢ **নাবালেগ বাচ্চাদের হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি**–

নাবালেগ বুঝমান হলে বালেগদের মতো তারাও যথানিয়মে ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের কার্যাদি আদায় করবে। আর বুঝমান না হলে তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে। আর ইহরাম অবস্থায় নাবালেগ থেকে ইহরাম পরিপন্থী কোনো কাজ প্রকাশ পেলেও কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তবে অভিভাবকের কর্তব্য হ'লো তাদেরকে যথাসম্ভব ইহরামের নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত রাখা। নাবালেগ অবস্থায় আদায়কৃত হজ্জ তাদের জন্য নফল হবে। তাই বালেগ হওয়ার পর হজ্জের সামর্থ্য হলে পুনরায় তাদের উপর হজ্জ করা ফরয হবে(রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৬, গুনইয়াতুন নাসিক ৮৪)। নাবালেগ যদি ইহরাম বাঁধা ছাড়াই অভিভাবকের সাথে হজ্জের সফরে যায় তাহলেও কোনো গুনাহ হবে না(রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩৫-৩৬ রশীদিয়া, কিতাবুল হজ্ব)।

➢ **কাফফারার দম আদায়ের নিয়ম**(জরিমানারূপে পশু কুরবানি)–

হজ্জের সকল প্রকার দম হারামের ভিতরেই জবাই করা জরুরী। হারামের বাইরে দমের নিয়তে জবাই করলে তা আদায় হবে না। তাই কারো উপর দম ওয়াজিব হ'লে তা আদায় না করে দেশে ফিরে আসলে কারো মাধ্যমে দমের পশু হারামের মধ্যে জবাই করাতে হবে আর দমের গোশত সদকা করা জরুরী, যা ফকীর-মিসকিনের হক(তাবয়ীনুল হাকায়েক-২/৪৩৪, বাদায়েউস সানায়ে২/৪৭৪, আল বাহরুর রায়েক৩/১৪, ফাতহুল কাদীর২/৪৫২, রদ্দুল মুহতার২/৫৫৮)।

➢ **হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত –**

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যদি নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, হজ্জের পূর্বের ও পরের জীবনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, দ্বীনদারীর অবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যায়, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহতা'আলা হজ্জ কবুল করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে, বরং তার চেয়েও বেশি করে স্মরণ করবে। আল্লাহতা'আলা সকলকে হজ্জে মাবরুর নসীব এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মদিনা মুনাওয়ারায় গমন-

পবিত্র মদিনা বরকতপূর্ণ নগরী এবং মুসলমানদের প্রাণের পুণ্য ভূমি। প্রিয় নবী(সঃ) ও সাহাবীয়ে কেরামের(রা:) বরকতময় স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র শহর মদিনা। এ পুণ্য ভূমিতেই সবুজ গম্বুজের ছায়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ মানব সায়্যিদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আ'লামিন(সঃ)। তাঁর পবিত্র দেহ বুকে ধারণ করে মদিনা চিরধন্য। হজ্ব সম্পাদন পূর্বক হজ্বের পূর্বে সেখানে না গিয়ে থাকলে মসজিদে নববী ও রওজায়ে পাকের যিয়ারতের জন্য মদিনায় যাওয়া বড় ফজিলত ও বরকতের বিষয়। মদিনা শরিফ যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যেই হবে রওজায়ে পাকের যিয়ারত। এরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল'(সুবহানাল্লাহ)। অন্য হাদিসে রয়েছে, রসূল(সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।'(সুনানে দারাকুতনি,হাদিসঃ২৬৯৪, শুআবুল ঈমান,হাদিসঃ৩৮৫৫, ইমাম জাহাবি রহঃ এর মতে হাদিসটির সূত্র ভালো(জাইয়্যেদ)। ওয়াফাউল ওয়াফাঃ৪/১৭১)। নবীজি(সঃ) তাঁর উম্মতকে মদিনায় আবাস স্থল বানাতে এবং এর মধ্যে মৃত্যু কামনা করতেও উৎসাহ দিয়েছেন(শুআবুল ঈমান, হাদিসঃ৩৮৫৬, তিরমিজি,হাদিসঃ ৩৯১৭)। আল্লাহতা'আলা সকল মুসলমান নারী-পুরুষকে হজ্ব, রওজায়ে পাকের যিয়ারত এবং মদিনায় মৃত্যু নসীব করুন, আমীন।

⇨ মদিনা শরীফে দু'আ কবুলের স্থান –

(১)সবুজ গম্বুজ নজরে আসার সাথে সাথে, (২)রিয়াদুল জান্নাতে, (৩)রওজা পাকে, (৪)হুজুর (সঃ) এর মেহরাবে। রসূল পাক (স:)-এর রওজা শরীফের সাথে হযরত আবুবকর সিদ্দীক(রা:) ও হযরত উমর ফারুখ(রা:) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এ ছাড়া জান্নাতুল বাকী ও ওহুদের কবরস্থান, বদর প্রান্তরসহ বরকতময় স্থানসমুহে গমন ও জিয়ারত করা অতীব বরকতের কাজ।

⇨ মদিনার পথে বেশী বেশী দরুদ ও ইস্তেগফার পড়বে এবং মদিনা শহর দৃষ্টিগোচর হলে পড়বে –

اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَا جْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةمِّنَ النَّارِ وَاَمَانَامِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِالْحِسَابِ.اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنا فِيْهَا

- (আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজআলহু লী বিকায়াতাম মিনান্নারি ওয়া আমানাম মিনাল আ'যাবি ওয়া সূয়িল হিছাবি। আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফীহা) **অর্থ**- হে আল্লাহ! এটি তোমার নবীর পবিত্র স্থান, তা জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও শাস্তি থেকে নিরাপদ পাওয়ার এবং হিসাব থেকে মুক্তি পাবার ওসীলা বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এখানে বরকত দান কর।

➢ মদিনায় পৌঁছার নিকটবর্তী হলে গোসল, সম্ভব না হলে উযু করবে। মদিনায় প্রবেশের সাথে সাথে অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে। মদিনায় অবস্থানকালে মদিনার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। গুনাহ ও সুন্নতের খেলাফ কোনো কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। মদিনাবাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। সাধ্যমত বেশী বেশী দান-সদকা করবে। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান ও আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবে। দরুদ শরীফ পাঠ করতে করতে দু'আ পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। সম্ভব হলে রিয়াদুল জান্নাতে আদায় করবে। ফরয নামাযের জামা'আত চললে তাতে শামিল হবে। যখন সবুজ গম্বুজ দৃষ্টি গোচর হবে তখন উহার মান-মর্যাদার কথা স্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলবে, এ স্থানটি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এর নিচেই হায়াতুন্নবী(সঃ) অবস্থান করছেন।

⇨ ফায়দা -

মসজিদে নববীতে নামায আদায় বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার বার নামাজ আদায়ের চেয়েও উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)। হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্তের নামায পড়বে তাকে দোযখের শাস্তি এবং মুনাফিকী থেকে মুক্তি দেওয়া হবে(মাসিক মুঈনুলঃ ০২/২০০৬-৪৮৩৮)। তাই মদিনায় অবস্থানকালীন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে আদায় করবে, সময় পেলে নফল আদায় করবে, বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করবে, নিজের জন্য, জীবিত/মৃত মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'আ করবে। সুযোগ হলেই রওযা মুবারকে গিয়ে সালাম দিবে। তবে কাউকে ধাক্কা কিংবা কষ্ট দিবে না।

⇨ মদিনা শহরে প্রবেশের দু'আ-

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لاحَوْلَ وَلا قُوةَ إلابِاللهِ. رَبِّ أَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ. اَللّٰهُمَّفْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-(বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহু লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। রব্বী আদখিলনী মুদখলা সিদক্বীন ওয়া আখরিজ্বনী মুখরজ্বা সিদক্বীন, আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক) **অর্থ**- আল্লাহর নামে এ শহরে প্রবেশ করছি - তা আল্লাহর ইচ্ছায়। নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। হে আমার প্রতিপালক আমাকে সত্যপথে প্রবেশ করাও এবং সত্য পথেই প্রত্যাবর্তন করাও। হে আল্লাহ আমার জন্য অনুগ্রহের দরজা উন্মুক্ত করে দাও।

⇨ মসজিদে নববীতে প্রবেশের দু'আ -

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

– (বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক) **অর্থ**– আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল(সঃ)–এর ওপর, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলি মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলি খুলে দাও।

➢ **রওজা শরীফ যিয়ারত -**

রওজা মুবারকে উপস্থিত হওয়ার আগেই তওবা–ইস্তিগফার করে ভবিষ্যতে সুন্নত মোতাবেক জীবনযাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। যারা এখনো দাঁড়ি রাখতে পারেনি তারা এ পবিত্র স্থানে গিয়ে রাখার পাক্কা নিয়ত করবে, আর কখনো দাঁড়িতে হাত দেওয়ার চিন্তাও করবে না। মনে রাখবে, দাঁড়ি রাখা অপছন্দ করার অর্থ হ'লো প্রিয় নবীজি(স:) এর সুন্নতকে অপছন্দ করা, আর প্রিয় নবীজি(স:) এর কোনো সুন্নতকে অপছন্দ করলে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে(কিতাবুল হজ্ব)। পুরুষের জন্য একমুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দাঁড়ি মুন্ডানো কিংবা ছেঁটে এক মুষ্টির কম রাখা না জায়েজ তথা হারাম (মাসায়েলে–নভবী)।

অত্যন্ত আদবের সাথে রওজা মুবারকের দিকে যাবে। দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তা হতে অন্তরকে মুক্ত করে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে রাসূল(সঃ) এর চেহারা মুবারক অভিমুখী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর রাসূল(সঃ) কে মধ্যম আওয়াজে সালাম করবে, এ সময় চিৎকার করবে না। রওজা মুবারকের নিকটবর্তী দাঁড়াবে না। রওজা মুবারকে চুমু খাওয়া, দেওয়াল স্পর্শ করা কিংবা সিজদা করা থেকে বিরত থাকবে। কোনোভাবেই রওজা মুবারকের ফটো উঠাবে না, রওজার ছবি মোবাইল কিংবা ক্যামেরায় নয়, দিলে ধারণ করবে।

⇨ **আদব ও ভক্তির সাথে রাসূল(সঃ)এর রওযা (৩য় ছিদ্র) বরাবর এসে সালাম পেশ করবে -**

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَ كَاتُهُ

– (আছ ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ্) **অর্থ**– হে নবী(সঃ)! আপনার প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

অথবা নিচের দু'আ পড়বে (সম্ভব হলে উপরোক্ত দু'আর পাশাপাশি নিচের দু'আও পড়বে)–

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ(আসসলাতু ওয়াছ ছালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ, আসসলাতু ওয়াছ ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসলাতু ওয়াছ ছালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ)।

⇨ **সংক্ষিপ্ত সালাম** – اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আসসলাতু ওয়াছ ছালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ) **অর্থ**– হে আল্লাহর রসূল!আপনার প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

অথবা শুধু – السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আছ ছালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ) এতটুকু বললেই সালাম আদায় হয়ে যাবে।

➢ **রওযার সামনে ঈমানের সাক্ষ্য** –

নবীজী (সঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। ভিড়ের কারণে প্রথমবার না পারলেও পরবর্তীতে যিয়ারতের সময় রওজার বড় জালির সামনে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদত পড়বে।

কালিমায়ে শাহাদত – أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ – (আশহাদু আল লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা–শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)

➢ **অন্যের পক্ষ থেকে তার/তাদের নাম নিয়ে এ ভাবে সালাম পেশ করবে–**

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি.........(যার পক্ষ থেকে সালাম পেশ করবে তার নাম) এর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করছি। এ অধমের পক্ষ থেকেও সালাম পেশ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

⇨ **অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ ও বরকতময় দরুদ শরীফ**(সকাল–সন্ধ্যায় পাঠ করবে)–

جَزَا اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهُ –(জাযাল্লাহু আ'ন্না মুহাম্মাদান সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মা হুয়া আহলুহু)(মুজামূল আওসাত হাঃনং–২৩৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হাঃনং–১৭৩০৫, তাবরানী,আত-তারগীব)।

সংক্ষিপ্ত দরুদ –اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (আল্লহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ)।

➢ **হযরত আবুবকর (রা:) এর রওজায় (৪র্থ ছিদ্র) দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবে -**

اَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاجَلِفَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبَابَكْرِ اصِدِّيْقِ(رض)وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهَ

–(আছছালামু আ'লাইকা ইয়া খলিফাতা রাসূলুল্লাহি আবু বকর ছিদ্দিক(রা:)ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ্) **অর্থ**– হে রাসূল(স:)এর খলীফা আবুবকর সিদ্দীক(রা:) আপনার প্রতি অসংখ্য সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন।

➢ **হযরত উমর (রা:) এর রওজায় (৫ম ছিদ্র)দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবে -**

اَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ الْفَارُوْقُ(رض)وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهَ

-(আচ্ছালামু আ'লাইকা ইয়া আমিরুল মু'মিনীন উমর ফারুক(রা:)ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ্) **অর্থ**- হে মুমিনগণের নেতা উমর ফারুক (রা:) আপনার প্রতি অসংখ্য সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন।

➢ **রিয়াদুল জান্নাত**-

মসজিদে নববীর সাথেই ছিল মা আয়েশা রাজিআল্লাহু আনহার ঘর। এ ঘর (বর্তমানে রওজা শরীফ) ও মসজিদের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে রিয়াদুল জান্নাত বলে। এখানে দু'আ কবুল হয়। স্থানটিতে ভিন্ন রঙের অর্থাৎ সাদা রঙের উপর সবুজ রঙের কার্পেট বিছানো আছে। সম্ভব হ'লে এ স্থানে ২/৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় ও দূ'আ করবে, তবে কাউকে ধাক্কা কিংবা কষ্ট দিবে না। সাধারনতঃ প্রতিদিন ফজর, জোহর ও এশার নামাজের পরে মহিলাদেরকে রওজাপাকের পেছন দিকে খুব কাছাকাছি যাওয়ার এবং রিয়াজুল জান্নাতে নফল নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। খোঁজ-খবর নিয়ে মহিলারা এ সুযোগ গ্রহণ করবে। এজন্য তারা মসজিদে নববীর ২৫ বা ২৬ নং গেট দিয়ে প্রবেশ করবে। মহিলাদের জন্য রওজা শরীফ জিয়ারত করা জায়েজ।

➢ **জান্নাতুল বাকী কবরস্থান জিয়ারত** -

কবর জিয়ারত খুবই ফজিলতের কাজ। মসজিদে নববীর পূর্বদিকে বাকীউল গরকাদ জিয়ারত করবে। এখানে বহু সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম বিদ্বানের কবর রয়েছে। রাসূল(সঃ) প্রায়ই জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারতে যেতেন। এখানে পৌঁছে এ দু'আ পড়বে-

اَسَّلَامُ عَلَيْكُم يَاأَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَاللّٰهُ بِكُمْ لَحِقُنَ، نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

- (আস সালামু আলাইকুম ইয়া আহলিদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আ'ফিয়াহ)

অথবা এ দূ'আ পড়বে - اَسَّلَامُ عَلَيْكُم يَاأَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُاللّٰهُ لَنَاوَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَاسَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثْرِ

- (আস সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্ লাল কুবূর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালা কুম, আনতুম লানা সালাফুন ওয়া নাহনু বিল আসর)**অর্থ**-হে কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহতা'য়ালা আমাদের ও তোমাদের মাগফিরাত করুন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের পশ্চাৎগামী।

➢ **কবর জিয়ারতের নিয়ম** -

কবরের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে অর্থাৎ কিবলাকে পেছনে এবং কবরকে সন্মুখে রেখে মৃতের মুখোমুখি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সম্ভব হলে উপরোক্ত যে কোন দু'আ পড়বে। অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত (যেমন-সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা তাকাসুর, সুরা ইয়াসিন কিংবা অন্য যা সম্ভব), দু'আ দরুদ ইত্যাদি পাঠ করে মনে মনে সাওয়াব কবরবাসীদেরকে বখশিশ করে আদব ও ইহতেরামের সাথে চলে আসবে। হাত তুলে মুনাজাত করার কোনো প্রয়োজন নেই। হাত তুলে দু'আ করতে চাইলে কবর পেছনে রেখে কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবে।

⇨ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। হাদীছে বর্ণিত আছে- কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তবে পথে চলার সময় যদি কবর পড়ে, তাহলে তারাও কবরবাসীদের উপরোক্ত যে কোন দূ'আ পড়ে সালাম দিতে পারে(মরণকালে শয়তানের ধোকা)। মহিলাদের জন্য উত্তম হ'লো তারা বাসা-বাড়িতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল, দরুদ পাঠ, দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক আমল করে সাওয়াব রেছানী করবে(ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-২:৩৬৮, আহসানুল ফাতওয়া-৪:১৮৬, ফাতাওয়া দারুল উলুম-৫:৪১৮, দুররুল মুখতার-১:৮৪৩, মিশকাত-১:৫৪)।

➢ **মসজিদে কুবা** -

মসজিদে কুবা মসজিদে নববী থেকে ২কি.মি. দক্ষিণে রাসূল(সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনায় প্রথম মসজিদ, এখানে যাবে এবং দু'রাকআত তাহইয়াতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। রাসূল(সঃ) প্রতি শনিবারে এখানে এসে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। রাসূল(সঃ)বলেন, যে বাড়ি থেকে ওযু করে এখানে এসে নামায আদায় করবে সে একটি ওমরাহ করার সমান সওয়াব পাবে(সুবহানাল্লাহ)।

⇨ **মসজিদে নববী থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে** –

اَلْوِدَاعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْفِرَاقُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ، اَلْاَمَانُ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ، لاجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اٰخِرِعَهْدِ لامِنْكَ وَلامِنْ زِيَارَتِكَ وَلا مِنَ اَلْوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَيْكَ اِلَّاوَمِنْ خَيْرٍوَعَافِيَةٍ وَّصِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ (আল-বিদাউ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল ফিরাকু ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ, আল আমানু ইয়া হাবীবাল্লাহ, লা-জাআ'লাহুল্লাহু তায়ালা আ-খির আ'হদিন লা মিন্কা ওয়ালা মিন্ যিয়ারতিকা ওয়ালা মিনাল উকূফে বাইনা ইয়াদাইকা ইল্লা ওয়া মিন্ খয়রিন ওয়া আ'ফিয়াতিন, ওয়া সিহহাতিন ওয়া সালামাতিন) **অর্থ**- বিদায় নিচ্ছি হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)। ছেড়ে যাচ্ছি আপনাকে হে আল্লাহর নবী(সঃ)। নিরাপত্তা চাচ্ছি আপনার মারফতে হে আল্লাহর হাবিব(সঃ)। আল্লাহ্ যেন আপনার সামনে এ উপস্থিতিকে আমার বা আপনার পক্ষ হতে শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন। যদি সহিসালামতে থাকি তবে আল্লাহ্ চাহেনতো আবার হাজির হ'বো।

⇨ **মদিনা শহর থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে – অর্থ**–বিদায় হে পুণ্যভূমি, বিদায় হে আল্লাহর রসূল(সঃ), আল্লাহ্ চাহেনতো পুনরায় ফিরে আসবো আপনাদের কোলে।

দেশে ফেরার পালা -

মক্কা কিংবা মদিনা থেকে দেশে ফেরার আগে মসজিদে হারাম বা নববীতে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। নামাযান্তে প্রাণখুলে দু'আ করবে। ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় পবিত্র মদিনা/হারাম শরীফে আগমনের আশা হৃদয়ে ধারণ করে বিদায় নিবে। দেশে ফেরার সময় পথে বিশেষ করে জেদ্দা বিমান বন্দরে খাওয়ার জন্য সাথে কিছু শুকনা খাবার যেমন–রুটি, পাউরুটি, ফল, জুস খেজুর ইত্যাদি রাখবে, কেননা জেদ্দা বিমান বন্দরে চেকিং ইত্যাদির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

⇨ **নিজ শহর/গ্রাম নজরে আসলে পড়বে –**

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

–(আ–ইবূনা তা–ইবূনা আবিদূনা সাজিদুনা লিরব্বিনা হা–মিদূন) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমরা সফর হতে ক্ষমা প্রার্থী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাকারী ও প্রশংসা বর্ণনাকারী হিসেবে ফিরে আসছি।

যখন নিজ শহর/গ্রামে পৌঁছবে তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। অতঃপর বাড়িতে প্রবেশ করবে।

⇨ **নিজ বাড়িতে প্রবেশকালে পড়বে –**

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَالْمَخْرِجِ – (আল্লা–হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খয়রাল মাওলিজি ওয়া খয়রাল মাখরিজি) **অর্থ**– হে আল্লাহ! আমি ঘরে প্রবেশ করতে এবং বের হতে তোমার নিকট কল্যাণ চাই।

দু'আ করার পর বাড়ির সবাইকে সালাম দিবে। যারা সাক্ষাৎ করতে আসবে তাদের জন্য দু'আ করবে।

⇨ **নিজ গৃহে প্রবেশ করার পর পড়বে –**

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا –(তাওবান্ তাওবাল লি রব্বিনা আওবান লা ইউগাদিরু আ'লাইনা হাওবা) **অর্থ**– আমরা তওবা করছি, আমাদের পরওয়ারদেগারের উদ্দেশ্যেই ফিরে এসেছি, তিনি যেন আমাদের মধ্যে কোন গুনাহ না রাখেন।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় -

⇨ **হজ্জের সফরে চিকিৎসা ব্যবস্থা –**

– জেদ্দা, মক্কা, মিনা, আরাফাত ও মদিনা শরীফে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে বাঙ্গালী চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকেও সমগ্র স্থানে সেবা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা রাখা হয়। মক্কায় কেদুয়া ব্রিজের নিচে এবং মদিনায় মসজিদে নববীর দক্ষিণে ডান পার্শ্বে সৌদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। সেখানে সকাল ৮টা হতে হাজীদের ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়। জেদ্দা, মক্কা, আরাফাত, মিনা, মুযদালিফা ও মদিনার আবহাওয়া উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে– সতর্ক না থাকলে সহজে সর্দি–হিট স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা থাকে। গরমে অস্থির হওয়ার মত অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য রোদে ছাতা ব্যবহার, সর্বদা বেশী করে পানি, ফল, ফলের রস পান করবে, ফল ভাল করে ধুয়ে খাবে। যাদের কোন রোগের জন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, তারা হজ্জের মধ্যেও নিয়মিত ওষুধ সেবন ও ব্যবহার করবে এবং চিকিৎসার অন্যান্য বিধি–নিষেধ মেনে চলবে। কাউকে বিপদে কিংবা সংকটাপন্ন দেখলে তাকে সাহায্য করবে।

➢ **তায়াম্মুম –**

পাক মাটি, বালু, পাথর চুনা, মাটির কাঁচা পাত্র, কাঁচা ও পাকা ইট, পাথর ও চুনার দেয়াল ইত্যাদির উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েজ। সফর অবস্থায় যানবাহনে তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তার মধ্যে এতটুকু পরিমাণ ধুলা থাকা– যাতে ধুলা বালি ভালভাবে হাতে লাগে।

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি, যথা–(১)নিয়ত করা, (২)উভয় হাত মাটিতে মেরে মুখ মাসেহ করা এবং (৩) উভয় হাত মাটিতে মেরে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

⇨ **তায়াম্মুমের সুন্নত নিয়ম –**

প্রথমে নিয়ত করবে–নাপাকী দূর করার জন্যে তায়াম্মুম করছি। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে উভয় হাত মাটিতে/তায়াম্মুমের বস্তুতে মেরে দু'হাতের আঙ্গুল একটু ফাঁকা করে হাত দু'টো একটু সম্মুখে ও পিছনে টেনে ঝেড়ে নিবে। বেশী মাটি লেগে গেলে তা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিবে। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে মাসেহ করবে যেন, কোন অংশ ফাঁকা না থাকে। চুল পরিমাণ জায়গাও বাকী থাকলে তায়াম্মুম হবে না। দাঁড়িতেও খিলাল করবে। এরপর পুনরায় উভয় হাত মাটিতে/তায়াম্মুমের বস্তুতে মেরে ঝেড়ে নিয়ে দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করবে অর্থাৎ বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার পেট ও হাতের কিছু অংশ দ্বারা ডান হাতের পিঠ আঙ্গুলের মাথা হতে কনুই পর্য্যন্ত একবার উত্তমরূপে মাসেহ করবে, তারপর বাম হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয় ও

তৎসংলগ্ন হাতের তালুর কিছু অংশ দ্বারা ডান হাতের পেট কনুইয়ের দিক হতে আঙ্গুলের মাথা পর্য্যন্ত মাসেহ করবে। অনুরুপভাবে ডান হাত দিয়ে উত্তমরূপে বামহাত মাসেহ করবে। অতঃপর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে খিলাল করবে। আংটি থাকলে তা খুলে ফেলবে বা নড়াচড়া করবে। ওজু ও গোসল উভয়ের জন্য একই নিয়ম। যতক্ষণ তায়াম্মুম থাকে ততক্ষণ ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করা যায়(হেদায়া ১ম খন্ড: ৫৩-৫৪)।

⇨ সফরে নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ –

সাধারনতঃ হজ্জযাত্রীদের অনেকেই সৎসাহসের অভাব ও অলসতার দরুন নামায ক্বাযা করে বসে। একটি ফরয অর্থাৎ হজ্জ আদায় করার ইচ্ছা করে প্রত্যহ পাঁচটি ফরয তরক করে বসে। ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায, নামায দ্বীন ইসলামের খুঁটি। শরীয়ত সম্মত বিশেষ ওজর ছাড়া নামায ক্বাযা করা বড়ই কঠিন গুনাহ। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। শুক্রবারে গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধানপুর্বক ১০টার মধ্যে জুমু'আর নামাযের জন্য বায়তুল্লাহ শরিফ/মসজিদে নববীতে হাজির হওয়ার চেষ্টা করবে, অন্যথায় সেখানে জায়গা পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে যায়। এছাড়া, সকাল সকাল মসজিদে হাজির হওয়ার মধ্যেও অনেক ফজিলত রয়েছে। যে যত সকালে যাবে সে ততই অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে।

⇨ নামাযের মাকরুহ/নিষিদ্ধ ওয়াক্ত –

সুবহে সাদিক হতে সূর্য উঠা এবং আসরের পর হতে মাগরিব পর্য্যন্ত নফল নামায ও তওয়াফের নামায পড়া মাকরুহ। সূর্যোদয়, ঠিক দুপুর ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া হারাম।

⇨ যানবাহনে নামায আদায় –

৩টি বিষয় জানা দরকার। যথা- (১)দাঁড়িয়ে নামায পড়া, (২)ক্বিবলার দিকে মুখ রাখা ও (৩)নিয়ম মোতাবেক রুকু-সিজদাসহ নামায পড়া, অর্থাৎ ইশারায় রুকু-সিজদা না করা। যদি ট্রেন, লঞ্চ বা বাসে উল্লিখিত ৩টির মধ্যে কোন একটি করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে নামায ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে নিবে। কিন্তু পরে দোহরানো জরুরী।

⇨ বিমানে নামায আদায় ও কিবলা নির্ধারণ –

উড়ন্ত বিমান মাটিতে অবতরণ করা পর্য্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকার আশা থাকলে বিমানে নামায না পড়ে অবতরণের পর পড়া উত্তম। তবে, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে উড়ন্ত বিমানেই নামায আদায় করে নিবে(ইমদাদুল ফাতাওয়া)। বিমানে নামায দাঁড়িয়ে আদায় করার সুযোগ থাকলে দাঁড়িয়ে, অন্যথায় বসে আদায় করবে। বিমানের টয়লেটে পানির ব্যবস্থা থাকে। তবে কোন কারণে পানি পাওয়া না গেলে এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। এজন্য সাথে পবিত্র মাটির চাকা রাখা কর্তব্য। বিমান কিংবা যানবাহনে সফরের সময় নামাযে কিবলার দিকে মুখ করা জরুরী, অন্যথায় নামায হবে না। এজন্য সাথে দিক নির্ণয়কযন্ত্র রাখা কর্তব্য। কিবলা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে যদি কেউ না জানে, তাহলে অনুমান করে কিবলা নির্ধারণ করে নামায আদায় করবে। পরবর্তীতে কিবলা নির্ধারণ ভুল প্রমাণিত হলেও নামায দোহরানোর প্রয়োজন নেই(মাসিক রাহমানী পয়গাম-নভেঃ/৯৫ পৃঃ ৮-৯)। সাধারনতঃ ঢাকা হতে বিমান সরাসরি পশ্চিম দিকে চলতে থাকে তাই (বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে) সামনের দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে এবং ফেরার পথে বিমানের পেছন দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে।

⇨ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় –

রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হ'লে দাঁড়িয়ে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামাজ আদায় করবে। তবে যারা দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু সিজদা করতে অক্ষম, তাদের জন্য বসে ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা করে নামাজ আদায় করা উত্তম। চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবে না। যিনি কোনো ভাবেই জমিনে বসতে পারেন না তিনি চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামাজ আদায় করবেন। শরয়ী ওজর ব্যতীত কেউ চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে তা জায়েয হবে না এবং তার নামাযও শুদ্ধ হবে না। তাই এ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ সহকারে কোনো বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মুফতি/আলেমের শরণাপন্ন হয়ে মাসআলা জেনে নেওয়া উত্তম। উল্লেখ্য, চেয়ারে বা স্বাভাবিকভাবে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় কালে সামনে টুল, বালিশ ইত্যাদি রেখে তার উপর সিজদা করবে না, বরং এমনিতেই রুকু ও সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকাবে, রুকুর তুলনায় সিজদাতে মাথা একটু বেশী ঝুঁকাবে এবং রুকু ও সিজদা উভয় ক্ষেত্রে হাত রানের উপর রাখবে(আল-বাদায়িউস সানায়ি ১:১৯৫, ফাতাওয়া শামী ২:৯৭, সূত্র- মাসিক আদর্শ নারী-আগষ্ট/৯৭ পৃঃ ৩২, মাসিক মঈনুল-আগষ্ট/১৫ পৃঃ২০, জুন/১৬ পৃঃ৪০, আল-আবরার-মার্চ/১২ পৃঃ১১)।

⇨ জানাজা নামায – জানাজার নামাযের ফরয ০৩টি, যথা-(১)নিয়ত করা, (২)দাঁড়িয়ে নামায পড়া ও (৩)তাকবীর বলা।

জানাজা নামায পড়ার নিয়ম –

মনে মনে নিয়ত করা যে, আমি জানাজার ফরযে কেফায়া নামায চার তাকবীরসহ পড়ছি, যা আল্লাহতা'য়ালার ওয়াস্তে নামায এবং এই মৃতের জন্য দু'আ। আল্লাহু আকবার বলে দুই কানের লতি পর্য্যন্ত হাত উঠিয়ে নাভির নিচে হাত বাঁধা। তারপর এ ছানা পড়বে– سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَا رَكَاسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلاَاِلَهَ غَيْرُكَ _(সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাস মুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা–ইলাহা গায়রুক)। দ্বিতীয়বার তাকবীর বলে দরূদে ইবরাহীম এবং ৩য় তাকবীর বলে দু'আ পড়বে। ৪র্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে এবং ১ম তাকবীর ছাড়া অন্য তাকবীরে হাত উঠাবে না। যদি কারো জানাজার দু'আ মুখস্থ না থাকে, তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (আল্লাহুম্মাগ ফিরলিল মু'মিনিনা ওয়াল মুমিনাত) বললেও চলবে, আর তাও বলতে না পারলে, অগত্যা শুধু চারবার তাকবীর(আল্লাহু আকবার) বললেও জানাজার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কারণ, দু'আ দরূদ পড়া ফরয নহে, সুন্নত(বে:জেওর,ভ:১)।

⇨ সালাম –

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাতে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ(আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লহ) বলে সালাম বিনিময় করা সুন্নত। সালামের উত্তরে বলবে–وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ (ওয়া আলাইকুমু ছ্ছালামু ওয়ারহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহ)। ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রাযিঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ(সঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইসলামের সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? 'তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা মানুষদেরকে খানা খাওয়াও এবং সালামের ব্যাপক প্রচার–প্রসার কর, চাই তাকে চিনো বা না চিনো'। হযরত উমামাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যিনি মানুষকে আগে আগে সালাম করেন(বুখারী শরীফ–১:৯, আবু দাউদ–২/৭০৬)'।

⇨ মুসাফাহা ও মু'আনাকা –

হযরত আনাস(রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলে কারীম(সঃ) মুসাফাহা করতেন এবং যখনই সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন পরস্পরে মু'আনাকা করতেন(তারগীব ও তারহীব ৩:৪৩৩)। নবীজি(সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ(রাযিঃ) বিদায়কালীন সময়ও মুসাফাহা করেছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাৎকালে সালামের পর উভয়ে মুখোমুখি হয়ে একে অপরের উভয় হাত উভয় হাতের সাথে হালকাভাবে মোহাব্বতের সাথে মিলানো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يغفرالله لنا ولكم (আলহামদুলিল্লাহি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম) বলা (মিশকাত শরীফ–৪০১)।

⇨ মু'আনাকা করার সুন্নত তরীকা –

উভয়ে স্বীয় গর্দান ও বুকের সাথে অপরের গর্দান ও বুক একবার মিলিয়ে মু'আনাকা করা। প্রত্যেকে নিজের ডান দিক মিলানো।

মু'আনাকার দু'আ – اللّٰهُمَّ زِدْمُحَبَّتِىْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (আল্লাহুম্মা ঝিদ মুহাব্বাতি লিল্লাহি ওয়া রসূলিহি)।

⇨ মিসওয়াক –

মিসওয়াকের ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। মিসওয়াক করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। মিসওয়াক করার মাঝে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন বহু কল্যাণ ও উপকারিতা। ইহা মুখের পবিত্রতার উপায় এবং আল্লাহতা'য়ালার সন্তুষ্টির কারণ। মৃত্যুর সময় কালিমায়ে শাহাদত পড়া নছিব হয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং উম্মতকেও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যদি উম্মতের উপর (কষ্ট হবার) আশংকা না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাজেই মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম(বুখারী, মুসলিম)। হযরত আয়েশা(রা:) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন– যে নামাযের জন্যে মিসওয়াক করা হয়, তা মিসওয়াকবিহীন নামাযের মোকাবিলায় সত্তরগুণ উত্তম(বায়হাকী)। সুতরাং আমরা মিসওয়াক ব্যবহারে সচেষ্ট হবো।

মিসওয়াক করার দু'আ – اللَّهُمَّ بَارِكْ لِّي فِيهِ(আল্লাহুম্মা বারিক লী ফীহ)।

⇨ মক্কায় হারামের সীমানা –

কাবা শরীফ থেকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে আনুমানিক ৯ মাইল এবং উত্তরে মসজিদে আয়েশা ৩ মাইল। এ সীমানার মধ্যে ঝগড়া, মারপিট, শিকার করা, গাছ–পালা কাটা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মাসজিদুল হারামের ভেতরে ও বাইরে নামাজের স্থান মিলে বর্তমান কাঠামো প্রায় ৮৮.২ একর। এখানে একসঙ্গে ১০ লাখ মানুষ নামাজ আদায় করতে পারেন। হজের সময় প্রায় ৪০ লাখ মুসল্লি সমবেত হয় কাবায়।

⇨ স্থান বিশেষের দূরত্ব –

মক্কা থেকে জেদ্দা বিমান বন্দর দক্ষিণে ৯০কি.মি, মদিনা শরীফ উত্তর পশ্চিমে ৪৫০কি.মি। মক্কা থেকে মিনা ৮–৯কি.মি (কাবা থেকে মিনা প্রায় ৮ কি.মি), আরাফা দক্ষিণ–পূর্বে ২২.৪ কি.মি, মুজদালিফা দক্ষিণ–পূর্বে ১৩ কি.মি। মিনা হতে আরাফা দক্ষিণ–পূর্বে প্রায় ১৫ কি.মি, আরাফা থেকে মুজদালিফা প্রায় ১২ কি.মি, মুযদালিফা হতে মিনা উত্তরে ৫–৭ কিঃমিঃ (জামারাত ৫ কি.মি)। আরাফাতের আয়তন ৩১ বর্গ কি.মি.। জামরায়ে আকাবা

থেকে সুড়ঙ্গ পথে মাওলিদুন্নবী(সঃ) পর্য্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৫কিঃমিঃ। মদিনা শহর হতে বদর ১৫০কি.মি.। মসজিদে নববী হতে ওহুদ উত্তরে ৩কি.মি এবং মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমে ৫কিঃমিঃ।

বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের ফোন নং–মক্কা অফিস: ০৯৬৬২৫৪১৩৯৮০, ০৯৬৬২৫৪১৩৯৮১, মদিনা:০৯৬৬০৪৮৬৬৭২২০, জেদ্দা: ০৯৬৬২৬৮৭৬৯০৮

➢ **সিম সংক্রান্ত নিয়ম–কানুন** –

(মোবাইল অপারেটরের নাম–Mobily) –(১) নম্বর জানতেঃ ∗২২২# ডায়াল করবে। (২) রিচার্জ করতেঃ ∗১৪০০∗রিচার্জ কার্ড নম্বর∗ভিসা নম্বর# অথবা– ১৪০০ নম্বরে ডায়াল করে পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করবে।(৩) ব্যাল্যান্স জানতেঃ∗১৪১১# ডায়াল করবে। (৪) বোনাস জানতেঃ ∗১৪১১∗১# ডায়াল করবে। (৫) fnf সেট করার নিয়ম (যে কোন ২টি)– প্রথমটি এভাবে–∗৪১৪∗১∗নং# দ্বিতীয়টি এভাবে–∗৪১৪∗২∗নং# ডায়াল করবে। আরো জানার জন্য কাস্টমর সার্ভিস সেন্টার নং– ১১০০ তে ডায়াল করবে কিংবা স্থানীয় সার্ভিস সেন্টারে সরাসরি যোগাযোগ করবে। বায়তুল্লাহ সংলগ্ন মার্কেট মক্কা টাওয়ারের সামনেই সার্ভিস সেন্টার আছে।

⇨ **দিনসমুহ** –

শনিবার–ইয়াওমুস সাবত, রবিবার–ইয়াওমুল আহাদ, সোমবার–ইয়াওমুল এতনিন, মঙ্গলবার–ইয়াওমুত্তুলূত, বুধবার–ইয়াওমুল আরবা, বৃহস্পতিবার–ইয়াওমুল খামীস, শুক্রবার–ইয়াওমুল জুমুআ, দিন–ইয়াউম/ নাহার, রাত্রি–লাইল, আগামীকাল– বুকরা, গতকাল– আমছ, মাস– শাহ্‌র।

⇨ **সংখ্যা** –

১- (١)ওয়াহেদ, ২- (٢)এতনিন, ৩- (٣)তালাতা, ৪- (٤)আরবা, ৫- (٥)খাম্ছা, ৬- (٦)ছিত্তা, ৭- (٧)সাবআ, ৮- (٨) তামানিয়া, ৯- (٩)তিস্‌আ, ১০- (١٠)আশারা, ১১- (١١)এহাদাশারা, ১২- (١٢)এস্নাশারা, ১৩- (١٣)তালাতাশারা, ১৪- (١٤)আরবাতাশারা, ১৫-(١٥)খামাসাতাশারা, ১৬- (١٦)ছিত্তাতাশারা, ১৭- (١٧)সাবআতাশারা, ১৮- (١٨) তামানিয়াশারা, ১৯- (١٩)তিসআতাশারা, ২০- (٢٠)এশরিন, ৩০- (٣٠)তালাতিন, ৪০- (٤٠)আরবাঈন, ৫০- (٥٠)খামছিন, ৬০- (٦٠)সিত্তিন, ৭০- (٧٠)সাবঈন, ৮০- (٨٠)তামানিন/ছামানিন, ৯০-(٩٠)তিসঈন, ১০০- (١٠٠)মিয়াহ, ২০০- (٢٠٠) মেয়াতা/মেয়াতাই।

➢ আমি দ্বীনি শিক্ষাই শিক্ষিত নই, এতদবিষয়ে আমার কোন জ্ঞানও নেই। অযোগ্যতা সত্বেও বিভিন্ন কিতাব, ইসলামী পত্র–পত্রিকা ইত্যাদির থেকে এতদবিষয়ে সংগৃহীত প্রয়োজনীয় কিছু কথা একত্রিত করে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের ও দ্বীন–দরদী ভাইদের খিদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। লেখাটি সম্মানিত হজ্বযাত্রীদের খেদমতে উৎসর্গীকৃত। এর মধ্যে ভুল–ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। জ্ঞানী–গুণী পাঠক সমাজের প্রতি বিনীত অনুরোধ কোন ভুল–ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহতা'য়ালা এটি কবুল করুন এবং এ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। পরমকরুণাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের নেক আমল কবুল করুন, আমীন। বিনীত – মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

(সংকলক), Email: mzn6410@gmail.com, hazzguide@gmail.com

⇨ **তথ্যসূত্র** –

(১) কিতাবুল হজ্ব– মুফতি মনসূরুল হক, (২) আহকামে হজ্জ ও উমরাহ্‌– মুফতী মুহাম্মদ শফী(রহঃ)(অনুবাদ মাঃ মুহাঃ সিরাজুল হক), (৩) ওস্‌ওয়ায়ে রসূলে–আকরাম(স)– আব্দুল হাই লখনবী, (৪) বেহেশতী জেওর, (৫) ফাযায়েলে তা'লীম–মুজাহিদ প্রকাশনী, (৬) হিস্নে হাসীন, (৭) মাসিক রাহমানী পয়গাম, (৮) মাসিক মঈনুল ইসলাম, (৯) মাসিক আদর্শ নারী, (১০) মাসিক আল কাউসার, (১১) মাসিক আল–আবরার, (১২)হজ্জ বিষয়ক পুস্তিকা ইত্যাদি।